TARBIAH-1441-2020-ISSUE-7

TARBIAH

তারবিয়াহ

AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস



সূচী

শরিয়াহ বাস্তবায়নে আমাদের করণীয়



সকল প্রশংসা মহান রব্বে কারীমের দরবারে, যিনি আমাদেরকে ইমাম মাহদী আ. এর সহযোগী দল খুরাসানের বিজয়ী কাফেলার সাথে জিহাদের পথে এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠ সমরবিদ নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, এবং তার পরিবার-পরিজন, সাথীবর্গ ও কেয়ামত পর্যন্ত আগত দ্বীন ও ইসলামের অনুসারি মুজাহিদিনের উপর।

প্রিয় পাঠক !

'তারবিয়াহ' ম্যাগাজিনের সপ্তম সংখ্যা প্রকাশের পথে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট লেখক, পাঠক, প্রস্তুতকারী এবং শুভাকাঙ্খি সকল ভাইকে জাযায়ে খাইর দান করুন, আমীন। আমাদের এই সংখ্যায় রয়েছে, শাতেমে রাসূলদের শাস্তিসহ পূর্বসুরিদের কিছু স্মৃতিচারণ এবং খাঁটি মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে সাহাবা জীবনের কিছু শিক্ষা। তাছাড়া এতে রয়েছে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ কারি আরো কিছু পাথেয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর থেকে ফায়দা গ্রহণ করে খাঁটি মুসলিম হওয়ার তাওফিক দান করুন, আমীন।

প্রিয় পাঠক !

আমাদের এই ম্যাগাজিনের একটি উদ্দেশ্য হল উম্মাহকে সঠিক তরবিয়তের মাধ্যমে নামধারি মুসলিম থেকে আলাদা করে খাঁটি মুসলিমে পরিণত করা। বর্তমান সমাজে আমরা দেখি 'মুসলমান' দুই প্রকার যথা: এক. খাঁটি মুসলমান। দুই. নামধারি কপট মুসলমান। খাঁটি মুসলমান তিনি, যিনি ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমান। আর নামধারি কপট মুসলমান তিনি, যিনি শুধুমাত্র আদমশুমারিতে মুসলমান, ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমান নন।

খাঁটি মুসলমানের রয়েছে এই পার্থিব জীবনে অনেক বাধা। তিনি পৌত্তলিক হতে পারেন না, ধর্মত্যাগী হতে পারেন না, ধর্ম-বিদ্বেষী হতে পারেন না, গণতন্ত্রি সেকুলার হতে পারেন না, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষও হতে পারেন না বরং তিনি দ্বীন কায়েমের চিন্তায় সদা-সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। কুফরী আদর্শ মূলোৎপাটন করে নববী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য তিনি সর্বদা জিহাদ চালিয়ে যান। সুতরাং নামধারি কপট মুসলিমদের এই উদার নৈতিকতার যুগে তার রয়েছে অনেক যন্ত্রণা। আর যেহেতু আদর্শ বিরোধী ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ-বিরোধী এবং জিহাদ বিরোধী কার্যকলাপ তার দ্বারা ঘটানো সম্ভব নয় তাই এই খাঁটি মুসলমানের নাম পড়ে গেছে 'গোঁড়া মুসলিম' বা 'উগ্র মুসলমান' কিংবা জঙ্গি-সন্ত্রাসী। অথচ ইসলাম তাকে খাঁটি মু'মিন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর 'মুসলমানেরা এই পার্থিব জীবনে বেশ স্বাধীন! ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে শুরু করে পৌত্তলিকতা পর্যন্ত কোনো কিছুতেই তাদের বাঁধা নেই। সুতরাং তাঁদের মধ্যে আছেন-ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম, ধর্ম-বিদ্বেষী মুসলিম, ধর্মত্যাগী মুসলিম, এমনকি পৌত্তলিক মুসলিম! আর এঁরা যেহেতু পরম উদারতায় বিশ্বাসী এবং যে কোনো মূল্যে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিবেশী ব্রাক্ষণ্যবাদের স্বার্থরক্ষায় সদাপ্রস্তুত তাই এঁদের উপাধি মডারেটদের কাছে 'গুড মুসলিম' বা 'উদার মুসলমান'। কিন্তু ইসলাম তাদেরকে মুনাফিকের চিত্রে চিত্রায়িত করেছে।

প্রিয় পাঠক !

সতর্ক থাকুন, পরিভাষার সঠিক মর্মোদ্ধারে যেন গন্ডগোল না হয়। পরিভাষাকে বুঝুন শাস্ত্র দিয়ে, অভিধান দিয়ে নয়। আমরা মনে করি, এক্ষেত্রে আমাদের 'প্রাচীন' পরিভাষাই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।
কুরআন-সুন্নাহয় এ প্রসঙ্গে দু' টো শব্দ আছে : মুমিন ও মুনাফিক। এ দু'টি পরিভাষা সম্পর্কে শুধু মুমিনরাই নন, মুনাফিকরাও অবগত। নিম্নে এই দুই সম্প্রদায়ের কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করছি।

এক. মুমিনরা ঈমান ও ইসলামকে হৃদয়ে ধারণ করেন। তাই তাদের প্রথম পরিচয় মুসলিম, দ্বিতীয় পরিচয় মুসলিম এবং তৃতীয় পরিচয়ও মুসলিম। ইসলাম ছাড়া তাদের আর কোনো পরিচয় নেই। কারণ ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের রব আল্লাহ, তাদের দ্বীন ইসলাম এবং তাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এতেই তারা সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত। ফলে বাইরের জগতে নানা প্রতিকূলতার মোকাবিলা করলেও তারা থাকেন স্থিরচিত্ত। তাদের অন্তরে বিরাজ করে এক স্বর্গীয় প্রশান্তি। যাদের সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ، مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً». رواه مسلم».

'ঈমানের স্বাদ ঐ ব্যক্তি আস্বাদন করেছে, যে সন্তুষ্ট হয়েছে আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে এবং মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে পেয়ে।' -সহীহ মুসলিম ১/৪৭, হাদীস : ৩৪
পক্ষান্তরে মুনাফিকের ঈমান থাকে মুখে। তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাত হলে বলে, 'আমরা ঈমানদার'। আর তাদের প্রভুদের সাথে মিলিত হলে বলে, 'আমরা তো আপনাদেরই লোক, ওদের সাথে আমরা খানিকটা কৌতুক করি মাত্র!'

বাহ্যত মনে হয়, সবকিছু তাদের অনুকূলে। তারাও মনে করে, মুসলমানদের আমরা মাত করে দিয়েছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা হল আত্মপ্রবঞ্চিত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ

তারা প্রতারণা করতে চায় আল্লাহর সাথে ও ঈমানদারদের সাথে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজেদের সাথেই তারা প্রতারণা করে, কিন্তু তা বোঝে না।-সূরাতুল বাকারা (২) : ৯

দুই. মুমিনগণ ভালবাসেন ঈমান ও ইসলামকে আর ঘৃণা করেন কুফর ও নাফরমানিকে। তাই কোনো অবস্থাতেই তারা পৌত্তলিকতার সাথে আপোষ করতে পারেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে তোমাদের নিকট হৃদয়গ্রাহী করেছেন। আর কুফর, গুনাহ ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে ঘৃণ্য বানিয়ে দিয়েছেন। এরূপ লোকেরাই সঠিক পথপ্রাপ্ত, যা আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ ও নেয়ামতের ফল। আল্লাহ জ্ঞানের মালিক, হেকমতেরও মালিক। -সূরাতুল হুজুরাত (৪৯) : ৭-৮

পক্ষান্তরে মুনাফিকরা সর্বশক্তি নিয়োজিত করে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের বিকাশ রুদ্ধ করার জন্য এবং মুসলিম সমাজে বিজাতীয় কালচার প্রতিষ্ঠার জন্য। দ্বীন ও ঈমান তাদের কাছে নির্বোধ লোকের বৈশিষ্ট্য। উপরন্তু এই সকল অপতৎপরতাকে তারা মনে করে ‘প্রগতিশীলতা’ আর নিজেদেরকে তারা মনে করে ‘প্রগতিশীল’।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿11﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿12﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿13﴾

যখন তাদেরকে বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তারা বলে, আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী। সাবধান! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বোঝে না। যখন তাদেরকে বলা হয়, যারা ঈমান এনেছে তোমরাও তাদের মতো ঈমান আন, তারা বলে, ঐ সকল নির্বোধ লোক যেরূপ ঈমান এনেছে আমরা কি সেইরূপ ঈমান আনব। সাবধান! এরাই নির্বোধ, কিন্তু তারা জানে না। -সূরাতুল বাকারা (২) : ১১-১৩

তিন. মুমিনরা পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। তাই একজনের ব্যথায় সবাই ব্যথিত হয় এবং একজনের বিপদে সবাই বিপদগ্রস্ত হয়। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই ।-সূরা হুজুরাত (৪৯) : ১০

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে (নিজেও) তাকে জুলুম করতে পারে না এবং (শত্রুর জুলুমের মুখে) ছেড়েও দিতে পারে না।-সহীহ বুখারী ২/১০২৮

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, পরস্পর প্রীতি, করুণা ও সদ্ভাবে মুমিনগণ যেন একদেহ (একপ্রাণ), যার একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে গোটা দেহ তার জন্য জ্বর ও নিদ্রাহীনতায় আর্তনাদ করে।-সহীহ বুখারী ২/৮৮৯

অন্য হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুমিনরা সকলে মিলে একটি দেয়ালের মতো, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। এরপর আল্লাহর রাসূল তার আঙুলগুলো প্রবিষ্ট করে দেখালেন। -সহীহ বুখারী ১/৬৯

পক্ষান্তরে মুনাফিকরা তাদের প্রভুদের সাথে তাল মিলিয়ে মুমিনদের অভিযুক্ত করে এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশায় পুলক বোধ করে। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন, (অনুবাদ) দেখ, তোমরা তো এমন যে, তাদেরকে ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না। তোমরা তো সমস্ত (আসমানী) কিতাবের উপর ঈমান রাখ, কিন্তু (তাদের অবস্থা এই যে,) তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা (কুরআনের উপর) ঈমান এনেছি; আর যখন নিভৃতে চলে যায় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে নিজেদের আঙুল কামড়ায়। বলে দাও, তোমরা নিজেদের আক্রোশে নিজেরা মর। আল্লাহ অন্তরের গুপ্ত বিষয়ও ভালো করে জানেন।

তোমাদের যদি কোনো মঙ্গল হয়, সেটি তাদেরকে দুঃখিত করে, পক্ষান্তরে তোমাদের মন্দ কিছু ঘটলে তারা খুশি হয়। তোমরা সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কিছুমাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা কিছু করছে তা সবই আল্লাহর (জ্ঞান ও শক্তির) আওতাভুক্ত।-সূরা আল-ইমরান (৩) : ১১৯-১২০

চার. মুমিন কখনো মুশরিককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সর্বাধিক বিরুদ্ধাচারী। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

যারা আল্লাহ ও আখেরাত দিবসে ঈমান রাখে, তাদেরকে তুমি পাবে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখছে। যদিও বিরুদ্ধাচারীরা হয় তাদের পিতা, বা তাদের পুত্র, বা তাদের ভাই, কিংবা তাদের স্বগোত্রীয়। তাদেরই অন্তরে আল্লাহ ঈমানকে খোদাই করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ হতে এক রূহ (আলো, জিব্রীল আ.) দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর দল। স্মরণ রেখ, আল্লাহর দলই কৃতকার্য হয়।-সূরাতুল মুজাদালা (৫৮) : ২২

পক্ষান্তরে মুনাফিকদের অবস্থা এই যে, তারা মুখে মুখে ঈমানের দাবি করে এবং পার্থিব স্বার্থে ধার্মিকতা প্রদর্শন করে। কিন্তু তাদের অন্তরে রয়েছে কুফর। তাদের হৃদ্যতা ও অনুরাগ কাফিরদের সাথেই সংযুক্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেন, (অনুবাদ) যারা ঈমান এনেছে, তারপর কাফির হয়েছে, তারপর ঈমান এনেছে, তারপর কাফির হয়েছে, তারপর কুফরে অগ্রগামী হতে থেকেছে; আল্লাহ কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে পথে আনবেন না।

মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের কাছে মর্যাদা খোঁজে? সমস্ত মর্যাদা তো আল্লাহরই কাছে।-সূরাতুন নিসা (৪) : ১৩৭-১৩৯

অন্য আয়াতে আসমানী কিতাব লাভ করেও যারা মুশরিকদের মিত্রতা কামনা করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

(অনুবাদ) তুমি তাদের অনেককেই দেখছ কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে। নিশ্চয়ই তারা নিজেদের জন্য যা সামনে পাঠিয়েছে তা অতি মন্দ-কেননা আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারা সর্বদা আযাবের ভিতরে থাকবে।

তারা যদি ঈমান রাখত আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি এবং যা তাঁর উপর নাযিল হয়েছে তার প্রতি, তাহলে ঐ সকল লোককে বন্ধু বানাত না। কিন্তু (প্রকৃত বিষয় এই যে,) তাদের অধিকাংশই অবাধ্য। -সূরাতুল মায়িদা (৫) : ৮০-৮১

প্রিয় পাঠক !

বর্তমান সময়ে মুমিন-মুনাফিকের বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক। আমাদের মুসলিম দেশগুলোতে দায়িত্বশীলদের নতজানুতা আর সাম্রাজ্যবাদীদের বাধাহীন দৌরাত্ম তা আরো প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। এখন মুসলমানদের সম্পদ ও সংস্কৃতি এবং মুসলিম নরনারীর জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু সবচেয়ে মূল্যহীন। আমাদের প্রিয় ভূখন্ডেও দেখছি, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের উদ্ধত দৌরাত্ম। বারবার শুনছি ইসলাম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে তাদের প্রকাশ্য কটুক্তি; খবরের কাগজে পড়ছি মুসলিম তরুণীর আব্রু হারানোর সংবাদ। দেশের সীমান্ত হয়ে গেছে ‘মৃত্যুদেয়াল’। কিন্তু এরপরও আমাদের ‘মুসলিম’ দায়িত্বশীলগণ বধিরকর্ণ। তাঁরা প্রতিবেশীর মিত্রতার আশ্বাসে পূর্ণসমর্পিত।

প্রিয় পাঠক !

পরিশেষে আমি বলব, আসুন সকলে নিজেদেরকে নামধারি কপট মুসলিমদের থেকে মুক্ত করে খাঁটি মুসলিমে পরিণত করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পশ্চিমা সভ্যতা ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের উদ্ধত দৌরাত্মার মোকাবেলা করে গযওয়ায়ে হিন্দের কাফেলাভুক্ত হয়ে এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

শরিয়াহ বাস্তবায়ন ও হুদুদ প্রয়োগের মৌলিক পার্থক্য

মূল: ড. ইয়াদ কুনাইবি
অনুবাদ: মাওলানা জাকির আহমাদ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা।
আমরা অতীতে ও বর্তমানে এমন মন্তব্য শুনতে পাচ্ছি যে, লোকেরা বলে থাকে - "এই এই দলগুলো ইসলামী শরিয়াহ প্রয়োগ বা তা দিয়ে শাসন করে না, যখন কিনা অন্য দলগুলো করে"। আর যখন তাদের জিজ্ঞেস করা হয় যে, তারা তাদের এই উক্তি দ্বারা আসলে কি বোঝায়?

তারা "শরিয়াহ প্রয়োগ" বলতে যেটা বুঝাতে চান বাস্তবে দেখা যায় যে, তারা আসলে "হুদুদ প্রয়োগ" (আল্লাহর স্থির করে দেওয়া সীমারেখা ও শাস্তি) করার কথা বুঝান। যেমন চোরের হাত কর্তন করা।

আমরা প্রমাণ করব যে আল্লাহর শরিয়াহ প্রয়োগ করা এবং হুদুদ প্রয়োগ করা একই জিনিস নয়। শুধু তাই নয়, আমরা প্রমাণ করব যে, কোন কোন পরিস্থিতিতে হুদুদ প্রয়োগ করাকে শরিয়াহ নিষিদ্ধ করে, কারণ সেটা তখন শরিয়াহ বিরুদ্ধ কাজ হয়ে যায়। পূর্বে আমরা এটা স্পষ্ট করেছি যে, শরিয়াহর জন্য শুদ্ধ পরিভাষা হল কুরআনের শব্দ "ইকামা"। যার অর্থ সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা। "প্রয়োগ করা" বা "জোরদার করা" নয়।

অতএব, শরিয়াহ 'ইকামা' বাস্তবায়ন করা মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব। তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কর্তৃত্ব থাকুক বা না থাকুক, চাই সে শাসক হোক কিংবা সাধারণ জনগণ। অপরদিকে হুদুদ প্রয়োগ করা হচ্ছে মুসলিম নেতার (ইমামের) স্বতন্ত্র দায়িত্ব - যাকে এমন ভূমির শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে, যেখানে মুসলমানদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে। এটা মুসলমানদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়। কারণ "হুদুদ প্রয়োগ করা যাবে না, যদি না ক্ষমতা এবং ইমারা (মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃত্ব) থাকে"।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ "আল ফাতওয়া"তে বলেন - রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিজেদের মধ্যে ঐসব বিষয়ে ক্ষমা করে দাও যার জন্য হাদ (হুদুদ এর একবচন) প্রযোজ্য হবে। কারণ আমার সামনে যেটাই আনা হোক না কেন, হাদ এর শাস্তি তখন আবশ্যক হয়ে পড়ে"। (হাদিসটি শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন এবং অন্যরা হাসান বলেছেন)

যার অর্থ হচ্ছে, যদি মুসলিমরা কাউকে সীমালঙ্ঘনের জন্য দোষী হিসেবে পেয়ে থাকে (যেমন- চুরি, যিনা, মদ্যপান) তাহলে তাদের জন্য এ সুযোগ আছে যে তারা ইমামের কাছে ব্যাপারটি না নিয়ে অপরাধটি গোপন রেখে, অপরাধীকে সংশোধন করবে। কিন্তু যদি একবার ব্যাপারটি ইমামের কাছে বা তার স্থলাভিষিক্তের কাছে চলে যায়, তাহলে তাঁর জন্য হাদ কায়েম করা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায়।
এর অর্থ হল মুসলমানদের কোন একটি দল, যাদের কোন ইমাম নেই তারা হুদুদ প্রয়োগ করবে না এবং এটা করা তাদের উপর ওয়াজিবও নয়। যদি ওয়াজিবই হত তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুই পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য করাতেন না, এবং একদল মুসলিমকে একজন অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করার অনুমতি দিতেন না যার সম্পর্কে ইমাম অনবগত।

এই কথাটি আরও একটি হাদিস প্রমাণ করে, একদা সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক চোরকে পাকড়াও করে (যে তার কাপড় চুরি করেছিল) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে হাজির করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন রায় দিলেন যে, অপরাধীর হাত যেন কেটে ফেলা হয়। তখন সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিনীতভাবে বাধা দিয়ে বললেন, "হে রাসুলুল্লাহ! আমি এটা চাচ্ছিলাম না, আমি পোশাকটি তাকে সাদাকা (দান) হিসেবে দিয়ে দিলাম" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, "তাকে আমার কাছে আনার পূর্বেই কেন তুমি তা করলে না?"

সুতরাং হুদুদ প্রয়োগ করা যদি মুসলমানদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব হত, তাহলে সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেই চোরকে ক্ষমা করার অধিকার থাকত না। সারকথা হল, হুদুদ প্রয়োগ করা হচ্ছে মুসলমানদের আওতাধীন মুসলিম শাসক বা যে তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তার উপর। যেমন কাজী বিচারপতি, এটা তার স্বতন্ত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এখন শামের (সিরিয়ার) পরিস্থিতি কি এরকম? মুসলমানদের কি এই ভূমিতে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে? তারা কি একজন শাসক ঠিক করেছে? নাকি এর বদলে, মুসলমানরা আগ্রাসী শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা করছে, কাফেরদের কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে? এবং এই জায়গাটি কি একটি যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে কেউই চূড়ান্ত বিজয় বা ভূমির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দাবী করতে পারবে না?

আমরা যদি বলি যে, শাম একটি যুদ্ধক্ষেত্র, আর এটাই সুস্পষ্ট। এবং মুসলিমরা এখনো এই ভূমিতে সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে পারেনি, শাসক নিযুক্ত করা তো দূরের কথা। এমতাবস্থায় হুদুদ প্রয়োগ করা শরিয়াহ সম্মত হবেনা। এবং ঐ হাদিস যাকে আলবানি রহি. সহিহ বলেছেন এবং অন্যরা হাসান বলেছেন, তাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যুদ্ধের সময় হাত কর্তন করা উচিৎ নয়।"

সুতরাং এই পরিস্থিতিতে হুদুদ প্রয়োগ করা হবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অমান্য করা এবং শরিয়াহ বিরোধী। আর শামের জমি হল একটি যুদ্ধক্ষেত্র, হুদুদ প্রয়োগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ও সত্ত্বাবান (যেমন- ইমাম) এখানে নেই এবং জিহাদী দলগুলোর কোন নেতারা ঐ ইমাম নন যারা হুদুদ প্রয়োগে আদিষ্ট। মূলত কোন জিহাদী দলের উপরই হাদের শাস্তি প্রয়োগ করার দায়িত্ব নেই। এবং সেইসাথে এটাও বলা যাবে না যে, এই দলটি হাদ
প্রয়োগ করেছে বা প্রয়োগ করা বন্ধ করে দিয়েছে।

এখন কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে যে, এই বিষয়টির মধ্যে যারা গণতন্ত্রের ডাক দেয়, হুদুদ প্রয়োগ প্রত্যাখ্যান করে ও ফৌজদারি মামলার বিধি অনুসারে বিচার করতে দেয় তবে তাদের মাঝে পার্থক্য কোথায়? উত্তর হচ্ছে - এই লোকগুলো (গণতন্ত্রের আইনজীবীরা) মনে করে না যে, আল্লাহর শরিয়াহ দিয়ে বিচারকার্য করতে হবে, বরং তারা আল্লাহর শরিয়াহর পরিবর্তে মানুষের খেয়ালখুশি ও মতামত অনুসারে ফায়সালা করার কথা বলে। যখন কিনা এখানে আমরা শরিয়াহর অন্তর্ভুক্ত রায় নিয়ে কথা বলছি যা খোদ শরিয়াহ থেকেই নেওয়া হয়েছে। অপরদিকে, গণতান্ত্রিক আইনজীবীরা শরিয়াহ বহির্ভূত নৈতিক মানদণ্ড নিয়ে চিন্তা করে এবং মনে করে এখনকার সময় শরিয়াহ প্রয়োগ করার জন্য উপযুক্ত নয়।

তাহলে, আমরা শরিয়াহর একটা সাংগঠনিক রায় নিয়ে কথা বলছি যা শরিয়াহ থেকেই নিঃসৃত। এ ব্যাপারে মানব মস্তিষ্ক একটা প্রশ্নই করতে পারে, সে প্রশ্নটা হল, "শরিয়াহ আমাদেরকে এই পরিস্থিতিতে কি আদেশ করে, যা আমাদের দায়িত্ব এবং যা আমরা পালন ও প্রয়োগ করবো?"

আসলে এক্ষেত্রে হাদকে প্রয়োগ না করা, শরিয়াহরই নির্দেশ। হাদ প্রয়োগে উভয় দলকে এক রকম মনে হলেও, বাস্তবে তাদের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কেননা গণতন্ত্রের অনুসারীরা হাদ প্রয়োগ করে না বরং তারা শরিয়াহ পরিত্যাগ করে মানুষের রায় দ্বারা ফয়সালা করে। আর আমরা যাদের (জিহাদী দলগুলো) ব্যাপারে বলছি, তাদের হাদ প্রয়োগ না করা, শরিয়াহ এর পক্ষ হতে নিষেধের কারণেই যে, এই অবস্থায় হাদ প্রয়োগ করা যাবেনা। মানুষের রায় দ্বারা ফয়সালা করা এবং মানুষের রবের রায় দ্বারা ফয়সালা করার পার্থক্যটাই এখানে উভর দলের মূল পার্থক্য। সুতরাং, এটা কি মতবিরোধপূর্ণ বিষয়? আর জিহাদী দলের জন্য কি হাদ প্রয়োগ করা জায়েজ হবে?

এখন কথা হল, কি পরিমাণ কর্তৃত্ব অর্জন হলে বা মুসলিম শাসক কি পরিমাণ প্রতিষ্ঠিত হলে হাদ ক্বায়েম করা জায়েজ হবে বা ওয়াজিব হবে? আমরা যদি হাদ কায়েম না করি তাহলে কিভাবে মানুষকে চুরি, যিনা, মদ পান ইত্যাদি থেকে বিরত রাখব? তাজীর তথা শাস্তির মাধ্যমে? তাহলে প্রশ্ন হবে কোন ধরনের শাস্তির মাধ্যমে? এ সবগুলোই ফিক্বহি বিষয়, যার মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এটা বুঝা যে, এটা একটি ফিক্বহি মাসআলা। সুতরাং এমতাবস্থায় হাদ কায়েম না করা বলতে শরিয়াহ পরিত্যাগ করা বুঝাবে না। অথবা তা অবিশ্বাস কিংবা সন্দেহ পোষণ করাও বুঝায় না।

সুতরাং কেউ যদি এর উপর ভিত্তি করে হাদ কায়েম না করে, তাহলে এটা বলা যাবেনা যে, সে এ অঞ্চলে পরিপূর্ণ শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করেনি। কারণ সে তো শুধু হাদ প্রয়োগ করেনি, শরিয়াহ তো প্রতিষ্ঠা করেছে। আর যদি কেউ জানে যে, এ অবস্থায় হাদ প্রয়োগ করা যাবেনা তারপরও হাদ প্রয়োগ করে - তাহলে তাকেও বলা যাবেনা যে - সে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছে। বরং সে তো এমন কাজ করেছে যার ব্যাপারে শরিয়াহ এ অবস্থায় নিষেধ করে।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, ইরাক এবং শামের অবস্থা কি হাদ কায়েমের জন্য উপযোগী নয়? সেখানে তো শরিয়াহ পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা রয়েছে। এর উত্তরে আমরা বলব শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা আর হাদ প্রয়োগ করা এক বিষয় নয়। হাদ কায়েম করা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হল শরিয়াহ যা আদেশ করেছে তা বাস্তবায়ন করা।

এখন যদি ইসলামী রাষ্ট্রে হাদ কায়েমের যে সমস্ত শর্ত রয়েছে তার সবগুলোই পাওয়া যায়; যেমন এক ব্যক্তি সংরক্ষিত স্থান থেকে নেসাব পরিমাণ মাল চুরি করল, এবং তার চুরির ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, তাহলে এমতাবস্থায় আমরা শুধু হাদ প্রয়োগের কারণে আপনাদেরকে দোষারোপ করবো না। বরং আমরা এটা দেখব যে, আসলে সেটা ইসলামী রাষ্ট্র কিনা, এবং তাতে কর্তৃত্বকারী শাসক আছে কিনা? এবং তিনি হাদ কায়েম করার প্রতি আদিষ্ট নাকি আদিষ্ট নয়? যদি আপনাদের মাঝে এসবগুলো শর্ত পূর্ণরূপে পাওয়া যায়, তাহলে আমরা আপনাদেরকে হাদ কায়েমের ক্ষেত্রে দোষারোপ করবোনা।

আর যদি এর বিপরীত হয় (সকল শর্ত না পাওয়া যায়) তাহলে হাদ প্রয়োগ করা বৈধ হবেনা। সুতরাং দাওলাহ সম্পর্কে এভাবে বলা ইনসাফ হবেনা যে, তাদের একটি অপরাধ হল তারা দাওলাহ ও শাসকের দাবি করে। তাদের আরেকটি অপরাধ হল তারা হাদ কায়েম করে। কেননা আমরা বলে এসেছি যে, হাদ প্রয়োগ করা একটি আপেক্ষিক ভুল, যদি দাওলাহ ও শাসকের দাবি সঠিক হয়ে যায়, তাহলে হাদ প্রয়োগ করা ভুল হবেনা, বরং তা ওয়াজিব হয়ে যাবে। একারণে আমরা যাচাই করব ঐ ভিত্তিকে কেন্দ্র করে, যার উপর হাদ প্রয়োগ করা নির্ভর করে।

আমরা দাওলাহকে অনুরোধ করি, তারা যেন অন্যান্য সংগঠনগুলোর সাথে ইনসাফ করে, যারা শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করা নিজেদের উপর আবশ্যক করে নিয়েছে। যদিও তারা হাদ প্রয়োগ করে না, সে কারণে যার আলোচনা আমরা উপরে করলাম। সুতরাং তাদের হাদ প্রয়োগ না করা, শরিয়াহ পরিত্যাগ করা মনে করবেন না। বরং এটা হল একটি মূলনীতির শাখামাত্র। এসকল জামাআত প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের দাবি করেননা এবং কর্তৃত্বশীল শাসকের দাবিও করেননা। যদি আপনারা চান, তাহলে এ মূলনীতির ভিত্তিতে যাচাই করে দেখতে পারেন, আমরা যা উল্লেখ করলাম। হাদ প্রয়োগ করছে কি করছেনা, এ ভিত্তিতে নয়।

আর আপনারা এটাও বলতে পারবেন না যে, তারা শরিয়তের এসকল বিষয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আপনাদের থেকে পিছিয়ে। যদি আপনারা নিজেদের মাঝে হাদ প্রয়োগ করেও থাকেন, তারপরও তাদের হাদ প্রয়োগ না করার কারণে, তাদেরকে পরিত্যাগ করার জন্য মানুষদেরকে আহবান করাও উচিত হবেনা।

শামে বর্তমানে কোন কাজটা অগ্রগণ্য? নিশ্চয়ই আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করা। মানুষের উপর হাদ প্রয়োগ করার পূর্বে, সকল বিষয়ে আল্লাহ্‌র শরিয়াহকে নিজেদের উপর বাস্তবায়ন করা চাই। সেটা তাদের ও সাধারণ মুসলমানদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ হোক বা অন্যান্য সংগঠনের সাথে হোক, চাই সে নেককার ব্যক্তি হোক বা বদকার, চাই সাধারণ হোক বা আমীর। আর আল্লাহ্‌ তা'আলাই ভাল জানেন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।



তাকওয়ার গুরুত্ব ও লাভসমূহ

মূল: আমীরুল মুমিনীন শাইখুল হাদীস হিবাতুল্লাহ আখুন্দ যাদাহ হাফিজাহুল্লাহ
অনুবাদ: মাওলানা সফিউল্লাহ

তাকওয়া একজন মুজাহিদসহ সকল স্তরের মানুষের জন্য ইসলামের ছায়াতলে জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فاتقوا ألله مااستطعتم و اسمعوا و أطيعوا و أنفقوا خيرا لأنفسكم و من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون

“সুতরাং তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করতে থাকো এবং মানতে থাকো আর (আল্লাহর হুকুম মোতাবেক) খরচ করতে থাকো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর যারা নিজ অন্তরের সংকীর্ণতা হতে মুক্ত হয়ে যাবে তারাই সফলকাম”। (সূরা তাগাবুন:১৬)

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর আযাবের ভয় সর্বদা অন্তরে বিদ্যমান থাকা এবং তাঁর আদেশসমূহ পালন করা ও নিষেধসমূহ থেকে সর্বাত্মক ভাবে বেঁচে থাকার নাম হল তাকওয়া। মুমিনের জন্য তাকওয়ার ভিতর রয়েছে সরাসরি কল্যাণ। তাকওয়া অবলম্বন করা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন এক উপদেশ, যা তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল বান্দার প্রতিই করেছেন।

আল্লামা কুরতুবী (র.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন; সহীহ সনদে বর্ণিত যে, রাসুল (স.) বলেন,
“কেউ যদি মানুষের দৃষ্টিতে সম্মানিত ও মর্যাদাশীল হতে চায় তাহলে সে যেন তাকওয়া অবলম্বন করে”

তাকওয়ার অর্থ হলো; আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ এমনভাবে পুরা করা যে, আল্লাহ তা'আলা যে কাজের আদেশ দিয়েছেন তা পরিপূর্ণরূপে আদায় করা আর যা থেকে নিষেধ করেছেন তা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা। আল্লাহ তা'আলা যেসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করার আদেশ করেছেন নিজে নিজেই তা অর্জন করে ফেলা। আর যেসব কাজ থেকে তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে নিজ থেকেই দূরে থাকা।

ما يصنع العبد بعز الغنى و العز كل العز للمتقي
ধনীর ইজ্জতের দ্বারা বান্দার কি মূল্য? প্রকৃত ইজ্জত তো মুত্তাকিদের জন্যই।

আরে, বান্দা সম্পদ দিয়ে কতটুকু সম্মানই বা অর্জন করবে! অথচ সকল সম্মান ও মর্যাদা রাখাই তো হয়েছে তাকওয়া অবলম্বনের মাঝে। উদ্দেশ্য হলো সম্পদ ও সচ্ছলতা অর্জন করায় কোন সম্মান নেই। বরং সম্মান হলো তাকওয়া অর্জনের মাঝে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর খেলাফত কালে নিযুক্ত সকল দায়িত্বশীলকে এই উপদেশ দিতেন,

اتق ألله في السر و العلن، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب.

“আল্লাহকে ভয় করবে, চাই মানুষের সামনে থাকো বা আড়ালে। কেননা, যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তা'আলা

তার সকল সমস্যা সমাধানের পথ বের করে দেন। এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দেন যা তার কল্পনাতেও ছিল না।”

তাকওয়ার লাভসমূহ:

তাকওয়ার লাভসমূহের একটি হলো, মুত্তাকী ব্যক্তির উপর কখনো শত্রু বিজয়ী হতে পারে না। শামছুদ্দীন আস সাফিরী সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর সূত্রে লিখেন, একবার আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এক সফরে বের হলেন। তিনি রাস্তার মাঝে এক জায়গায় কিছু লোকের জটলা দেখতে পেলেন, তারা সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। সামনে এগোচ্ছিল না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এদের কী সমস্যা? সামনে এগোচ্ছে না কেন? জবাব এলো, রাস্তার মধ্যে একটি সিংহ শুয়ে আছে, যার কারণে ভয়ে আমরা সামনে যেতে পারছি না! তখন উনি বাহন থেকে নেমে সিংহটির কান ধরে রাস্তা থেকে তাড়িয়ে দিলেন। অতঃপর ঐ সিংহটিকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের বিষয়ে সত্যই বলেছিলেন। তোমরা আজ এই মানুষগুলোর উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে পেরেছ তার কারণ হলো, এরা আল্লাহকে ছাড়াও অন্যদেরকে ভয় করে। বনী আদম যদি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই ভয় না পেত এবং অন্য কারো প্রতিই ভরসা না রাখত তাহলে আল্লাহ তাদের উপর তোমাদেরকে এই কর্তৃত্ব দিতেন না এবং তাদেরকে অন্য কারও আশ্রয়ে ছেড়ে দিতেন না।

তাকওয়ার আরও একটি লাভ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فاتقوا الله و أصلحوا ذات بينكم و أطيعوا الله و رسوله إن كنتم مؤمنين

“আল্লাহকে ভয় কর, এবং নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ককে সংশোধন করে নাও; আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হয়ে থাকো”। সুরা আনফাল ৮:১ তাফসীরে মুনিরে লেখা হয়েছে, “মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ, শক্তি ও সম্মান তিনটি জিনিসের সাথে সম্পর্কিত। আড়ালে ও মানুষের সামনে উভয় অবস্থাতেই তাকওয়া অবলম্বন, আত্মিক সংশোধন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য”। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে ইবনে আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করে বলেন যে, “তাকওয়ার আসল রহস্য হলো ধৈর্য, আর হাকীকত হলো আমল এবং পূর্ণরূপ হলো গুনাহ থেকে পরিপূর্ণ বেঁচে থাকা”।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) খুতবায় বলতেন,
“শুনে রাখো, স্মরণ-শক্তি রয়েছে তাকওয়ার ভিতর, আর গুনাহের মধ্যে আছে নির্বুদ্ধিতা”

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) তাকওয়ার অর্থ প্রসঙ্গে বলেন,
“আল্লাহ তা'আলার ভয়, কোরআনে কারীম অনুযায়ী আমল, অল্প মালে সন্তুষ্টি ও দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করাকে বলা হয় তাকওয়া”।

হযরত আবু দারদা (রা.) বলেন,
“তাকওয়ার পরিপূর্ণ রূপ হলো এটা যে, বান্দা আল্লাহ তা'আলাকে এতো পরিমাণে ভয় করবে যে, সে এক বিন্দু সমপরিমাণ গুনাহ থেকেও নিজেকে সর্বাত্মকভাবে বাঁচিয়ে রাখবে, এমনকি এর জন্য কিছু কিছু বৈধ বিষয় পরিহার করে হলেও। ফলে এই কাজটি তার এবং ঐ সকল হারাম জিনিসের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে”।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর নিকট একবার তাকওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি প্রশ্নকর্তাকে বললেন, “তুমি কি কখনো কাঁটাযুক্ত পথ ধরে হেঁটেছ? উত্তরে সে বলল: জি! হেঁটেছি। তিনি বললেন, কাঁটাযুক্ত রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কী করেছ? উত্তরে সে বলল, যখন কাঁটা দেখতাম তখন নিজেকে সঙ্কুচিত করে আমার শরীর ও কাপড়কে বাঁচিয়ে নিতাম। তিনি বললেন, এটাই হল তাকওয়া”। অর্থাৎ, গুনাহ থেকে নিজেকে এমন ভাবে বাঁচিয়ে রাখা যেমন মানুষ কাঁটা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। কবি বলেন,

خل الذنوب صغيرها و كبيرها فهو التقى و اصنع كما فوق أرض الشوك يحذر
ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى

অর্থ: “ছোট বড় সব গোনাহ ছেড়ে দাও। কারণ, এটাই হলো প্রকৃত তাকওয়া। নিজেকে ঐ ব্যক্তির মতো ধরে নাও যে কণ্টকাকীর্ণ রাস্তা দিয়ে পথ চলছে, যখন সে কাঁটা দেখে তখন নিজেকে তা থেকে রক্ষা করে নেয়। তুমি ছোট ছোট গুনাহকে কখনোই তুচ্ছ মনে কর না। কারণ, পাহাড় কিন্তু ছোট ছোট পাথরেরই সমষ্টি।”

মাইমুন ইবনে মুহরান (র.) বলেন,
“মুত্তাকী ও পরহেযগার সেই ব্যক্তি যে নিজের সাথে এমন কঠিন হিসাব-নিকাশ করে যা কোন কৃপণও তার ব্যবসায়িক অংশীদারের সাথে করে না।”

আল্লাহ তা'আলা আমাদের আমলের তৌফিক দান করুন এবং আমাদেরকে তাঁর পরহেযগার বান্দা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে বেয়াদবি কারীদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার তিনটি পদ্ধতি

মূল: মাওলানা মুহাম্মদ মুসান্না হাসান হাফিজাহুল্লাহ
অনুবাদঃ আব্দুস সালাম

আজকের এই যুগের কাফেররা তাদের পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে বেয়াদবি করেছে এবং তাদের এই হীন কর্ম আজ পর্যন্ত চলমান। যার ফলে প্রত্যেক মুসলমান, ঈমানদার ব্যক্তির হৃদয় অস্থির হয়ে এই প্রশ্ন করে যে "আমরা এই মুহূর্তে কী ভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সাহায্য করতে পারি? কি-ই বা করতে পারি আমরা?"

১) জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ

মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলমান মুমিনদের অন্তরের এই জ্বলন-দহন কে নির্বাপিত করার জন্যে ক্বিতাল ফি-সাবিলিল্লাহ কে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। কালামে পাকে এরশাদ হচ্ছে,

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَقَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ —وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রাসুলকে বহিষ্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও। যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"। (সূরা: তাওবাহ, আয়াত: ১৩-১৫)

عن عبادة بن الصامت:] جاهِدوا في سَبيلِ اللهِ؛ فإنَّ الجِهادَ في سَبيلِ اللهِ بابٌ مِن أبْوابِ الجنَّةِ، [يُنجِّي اللهُ به مِن الهَمِّ والغَمِّ. شعيب الأرنؤوط (1438 هـ)، تخريج المسند 22680 • حسن بمجموع طرقه • أخرجه أحمد (22680) واللفظ له، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (1/133) باختلاف يسير، والطبراني في «مسند الشاميين» (1502) مطولاً

হযরত উবাদা ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই কর। কেননা জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ হচ্ছে জান্নাতের দরজা সমূহ থেকে একটি দরজা। আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে সকল প্রকার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিবেন।

জিহাদের বা লড়াইয়ের জন্যে আমাদের কাফেরদের মুখোমুখি হওয়া জরুরি। বিশেষ ভাবে আমাদের তীর-তরবারি ঐ সকল রাষ্ট্রের দিকে তাক করা দরকার যেই সকল রাষ্ট্রের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধৃলি প্রলপিত হয়েছে। যেমন- ডেনমার্ক, জার্মানি, হল্যান্ড, নরওয়ে ইত্যাদি রাষ্ট্র সমূহ। এই সকল ক্রুসেড রাষ্ট্র গুলোকে এমন শিক্ষা দেওয়া দরকার যাতে করে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও এমন দুঃসাহস না দেখাতে পারে। আলহামদুলিল্লাহ! এই সকল ক্রুসেড রাষ্ট্র গুলো শুধুমাত্র তাদের দেশেই সীমাবদ্ধ নয় বরং গোটা বিশ্ব জুড়েই তারা ছড়িয়ে আছে। এমন অনেক ইসলামি রাষ্ট্র রয়েছে যেগুলোর মাঝে তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলোকে ধ্বংসের টার্গেট বানাতে পারলে তাদের অনেক ক্ষতি সাধিত হবে। এবং তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পরবে। সুতরাং ঈমানদারদের উপর আবশ্যক হচ্ছে সামনে অগ্রসর হয়ে প্রত্যেক সম্ভাব্য উপয়ে নিজেদের উপর অর্পিত ফরজ দায়িত্ব আদায়ের চেষ্টা করা।

২) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে বেয়াদবি কারীকে হত্যা করা

শরিয়তের আলোকে এই সময় দ্বিতীয় ফরজ কাজ হচ্ছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে বেয়াদবি করার অপরাধে অপরাধীকে শিরশ্ছেদ এর মাধ্যমে হত্যা করতে হবে। আসলাফদের থেকে নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রত্যেক যুগে যুগে মুহাম্মদ বিন মাসলামা রা., আব্দুল্লাহ বিন আতিক রা,, উমায়ের বিন আদি রা,-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

১৯২৯ সালে যখন রাজপাল রাসুলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে কুৎসা রটনা করে বই প্রকাশ করল তখন গাজী ইলমুদ দ্বীন শহীদ রহ. তাকে হত্যা করে ফেলেন। পরবর্তীতে ইংরেজ সরকারের কুফুরী আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। এবং ৩১শে অক্টোবর ১৯২৯ সালে তাকে শহীদ করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার প্রাসঙ্গিকে আল্লামা ইকবাল রহ. বলেন,

اسی گلا□ کردے رہ گئے تے ترکھانا□ دامن ڈ ابازی لے گیا

অর্থাৎ, "আমরা আলাপ আলোচনায় লিপ্ত; আর একজন কাঠমিস্ত্রির ছেলে এসে জিতে গেলো?" এবং গাজী আ'মের চেমাহ

শহীদ রহ. তাঁর প্রাণ উৎসর্গের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীদের এই সুন্নত কে পুনরায় জীবিত করেছেন।

সুতরাং এখানে শুধু এটুকু কথা চিন্তা করলেই হবে যে, যেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় নবীর শানে এতটুকু পরিমাণ বেয়াদবি সহ্য করেন নি যে, তাঁর কথার উপরে কারো এ কথার আওয়াজ উঁচু হবে এবং ধমকিও দিয়েছেন, "খবরদার তোমাদের আমল গুলো নষ্ট করো না"। তাহলে আল্লাহ তা'আলা কি এই নিকৃষ্ট চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারদের চেয়েও নিকৃষ্ট মানুষ দের থেকে তাঁর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গালি দেয়ার পর মুসলমানদের চুপ থাকা আল্লাহ মেনে নিবেন? শুধু বিক্ষোভ, মিছিল-মিটিং করা, রাস্তায় টায়ার জালানো, কুফফারদের প্রতিচ্ছবি আগুনে পোড়ানো এবং পশ্চিমা বিশ্বের পতাকা পদদলিত করাটাই কি আল্লার দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে? হাশরের ময়দানে কোন মুখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে যাবো? পৃথিবীর বুকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে বেয়াদবি করা হয়েছে, আর সেই মুহূর্তের করণীয় সম্পর্কে আমরা অবগত থাকার পরেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছি...? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অদৃশ্য সাহায্য কি এভাবেই হয়ে থাকে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই আহ্বানের সারা কি দেওয়া যায়না?

যদি ওমায়ের রা. অন্ধ হওয়া সত্যেও ইহুদি মহিলা; শাতেমে রাসুলকে হত্যা করতে পারেন তাহলে কি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত লক্ষ কোটি ছড়িয়ে ছিটেয়ে থাকা মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতের মাঝে এমন কেউ নেই যে এই মুষ্ঠিমেও কতিপয় শাতেমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গর্দান কে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে "তোমার চেহারা উজ্জ্বলিত হউক" এই দোয়ার হকদার হবে?

৩) মুখ ও কলমের দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইজ্জতের হেফাজত করা আমরা করতে পারি এমন কাজের মধ্যে তৃতীয় যেই কাজটি রয়েছে তা হচ্ছে, আমরা আমাদের লেখালেখি এবং বয়ান-বক্তৃতার মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইজ্জতের হেফাজত করতে পারি। এর মাধ্যমে আমরা কুফফারদের নোংরামি তাদের কু-কর্মের কথা প্রকাশ করে দিতে পারি। এবং মুসলমানদের হৃদয়ে লালিত ঘৃণা এবং রাগ-গোস্বাকে আরো উজ্জীবিত করে দিতে পারি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগেও যখন কোন কাফের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উদ্দেশ্য করে কোন কিছু বলত বা কোন কবিতা আবৃতি করত, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, "তারা তোমাদের কে যেমন কথা বলে, যে ভাবে বলে তোমরা ও তাদেরকে সেই ভাবেই তেমন কথা বল"। যার ফলে সাহাবায়ে কেরামগণ বিশেষ ভাবে "হযরত হাঁসান বিন সাবিত রা., হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা., হযরত আ'মের বিন আল-আকু রা. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রশংসা এবং কুফফারদের ছন্দ-আকারে কবিতা আবৃতির মাধ্যমে নিন্দা করতে উঠে-পরে লেগে যান। এবং ছন্দ-কবিতার এই ময়দানে ও কুফফাররা মুখ থুবড়ে পরে যায়।

আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ. কাফেরদের নিন্দার্থে কবিতা আবৃতি করার ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "কাফেরদের নিন্দা করার জন্যে কবিতা আবৃতি করা অতি উত্তম কাজগুলোর মধ্য থেকে একটি। এবং এই কাজের ফজিলতও যেই ব্যক্তি এই কাজটি করবে তাঁর ফজিলত বুঝার জন্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই দুয়া-ই যথেষ্ট যে, "হে আল্লাহ! আপনি তাকে সাহায্য করুন"।

সুতরাং উম্মতের সাহিত্যিক ও লেখক এবং বক্তা ও দ্বীনের দায়ীদের উপর আবশ্যক হচ্ছে তারা সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের লেখালেখি এবং বয়ান-বক্তৃতার মাধ্যম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইজ্জতের পবিত্রতা রক্ষা করবেন। এবং উম্মতে মুসলিমার হৃদয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রেম ভালোবাসা হৃদয়গ্রাহী আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ করবেন। অন্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রেম ভা লোবাসার আগুন জ্বালিয়ে দিবেন। উম্মতের উদাসীন ব্যক্তিদেরকে বুঝিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নতের অনুসারী বানাবেন। এবং কুফফারদের কালো চেহারা গোটা বিশ্ববাসীর সামনে উন্মুক্ত করে দিবেন। কাফের এবং কাফেরদের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয়ের ব্যাপারে অন্তরে ঘৃণা ও রাগ সৃষ্টি করবেন। নিজের দ্বীন ও ঈমানের দৌলতের উপর গর্ব করার সাথে সাথে কাফেরদের নিয়মনীতি, রীতিনীতিকে ঘৃণা করার শিক্ষা দিবেন। জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শানে বেয়াদবি কারীদের হত্যা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন। মোটকথা, এমন একটি ঈমানী আগুন জ্বালিয়ে দিবেন যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পরা ফিতনাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিবে। এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করবেন যাতে করে কোন পাথর, গাছ-পালাও তদেরকে আশ্রয় না দেয়।

সারকথা, উম্মতে মুসলিমার উপর এটা একটি ঋণ বা দাবি যে, কুফফারদের পক্ষ থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর কোন ধরনের আঘাত আসলে; কথায় এবং কাজের মাধ্যমে এর উচিত জবাব দেওয়া। এবং এই ঋণ আদায় করেই মুসলিম উম্মাহ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে উপস্থিত হবে। এবং এই ঋণ আদায়ের চিত্রটি এমন হবে 'হয়তো জমিনের এই সকল নাপাক কীট গুলোর মাথা দেহ থেকে পৃথক হবে, অন্যথায় আমাদের রূহ আমাদের ক্বলব থেকে পৃথক হবে'।

শায়েখ ওসামা বিন লাদেন রহ. জিহাদী নেতৃত্বের অবস্থান থেকে কাফের বিশ্বকে হুশিয়ার করে বলেছিলেন, "তোমাদের আচরণে এটা সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, তোমরা মুসলমানদের সাথে ক্রুসেড বা ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ চলমান রাখতে চাও। এবং এই বিষয়টিও জানতে চাও যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের নিকট তাদের জান-মাল থেকে বেশি প্রিয় নাকি না? সুতরাং তোমরা এখন শুধু আমাদের উত্তর পাবেই না বরং দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখতেও পাবে। এবং আমাদের ধ্বংস হোক; যদি আমরা এখনও আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সাহায্য না করি।"

আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করি আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইজ্জতের হেফাজত করার এবং তাঁর ইজ্জত রক্ষার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করার তাওফিক দান করেন।

আমীন।

ISIS নিয়ে শাইখ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাকদিসির

একান্ত সাক্ষাৎকার



অনুবাদ :- মুহাম্মাদ সাফকাত ওয়াসি

সঞ্চালকঃ সুপ্রিয় দর্শকমণ্ডলী, জিহাদী সালাফি আন্দোলনের বিতর্কিত শাইখ আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসির সাথে এই বিশেষ সাক্ষাতকারে আপনাদের স্বাগতম।

সঞ্চালকঃ স্বাগতম শাইখ আবু মুহাম্মদ।

শাইখ আল মাকদিসিঃ ধন্যবাদ।

সঞ্চালকঃ আমি শুরু করব সাম্প্রতিক ঘটনাবলি ও মুআ'য আল-কাসাবার ঘটনাটি দিয়ে। আপনি কি এই সমস্যাটিতে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছেন?

শাইখ আল মাকদিসিঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এবং তার সাহাবীদের উপর আল্লাহর কল্যাণ বর্ষিত হোক।

জ্বী। একদা আমি শুনি যে এই জর্ডানের পাইলটটি ISIS এর হাতে বন্দি হয়েছে। আমি এই অবস্থার সমাধান করার জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। ISIS এর বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের বোঝাতে চেষ্টা করি, যদি আদৌ কেউ থেকে থাকে। মুআ'যকে সাজেদা আল-রেশওয়ারির সাথে বন্দি বিনিময় করাতে রাজি করাতে চেয়েছি। আমি ISIS এর সাথে এই ব্যাপারটি নিয়ে যোগাযোগ করেছি।

সঞ্চালকঃ আপনি ISIS এর সাথে যোগাযোগ করেছেন, তাদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

শাইখ আল মাকদিসিঃ আমি ISIS এর সাথে যোগাযোগ করার পূর্বে বিভিন্ন জায়গার কিছু জিহাদী ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করি যারা ছিল ইসলামী মাগরিবের, ইয়েমেনের, সিরিয়ার, কুয়েতের এবং বাহরাইনের। আমি তাদের এই ব্যাপারে সাহায্য করতে বলি এবং তারা তা করে। তাদেরকে ধন্যবাদ। তারা আমাকে সাহায্য করে ISIS এর নেতৃবৃন্দের কাছে চিঠি পাঠানোর মাধ্যমে এবং তাদের এটা জানানোর মাধ্যমে যে, এটা কতই না সুবর্ণ সুযোগ! তারা আমাকে ISIS এর প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের নাম পাঠায়, যা উপকারী ছিল। তারপর আমি এই ISIS নেতাদের সাথে যোগাযোগ শুরু করি। আমি আবু মুহাম্মদ আল-আদনানীর সাথে যোগাযোগ করি এবং আল-বাগদাদী ও অন্যান্য ISIS নেতাদেরকে চিঠি পাঠায়। আমি এই বন্দি বিনিময় করা এবং তাদের নেতাদের রাজি করার জন্য আমার পক্ষ থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা করি।

সঞ্চালকঃ ISIS এর প্রতিক্রিয়া কতটা সিরিয়াস ছিল? তাদের পক্ষ থেকে আপনার যোগাযোগের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

শাইখ আল মাকদিসিঃ দুর্ভাগ্যবশত আমি মনে করেছিলাম যে তারা তাদের বোন সাজিদার কথা ও তাকে ফেরত আনার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করবে। তদ-পরিবর্তে তাদের অধিকাংশই আমি কি বলতে চাই সেটা শুনেই নি। এমনকি যাদের সাথে যোগাযোগ করছিলাম তাদের মধ্যে একজন আমাকে মিথ্যা বলছিল। সে আল্লাহর নামে শপথ করে বলছিল যে তারা এই পরিস্থিতির সমাধান করতে চায়, কিন্তু

তারা ইতিমধ্যে মুআ'জকে মেরে ফেলেছিল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, "তোমরা, যারা আমার উপর ইমান এনেছ, আমাকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" এই আয়াতটি জিহাদীদের জন্য ছিল, একজন জিহাদী মিথ্যাবাদী হতে পারে না।

ঐ পাইলটটিকে পুড়িয়ে মারা হয়। এ ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? এবং এই পরিস্থিতি আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? তারা তাকে মারার জন্য এই পদ্ধতি কেন অবলম্বন করেছে?

এই লোকেরা সুন্নাহর নামে অনেক খারাপ কাজ করেছে যেগুলো সুন্নাহ নয়। প্রথম যে জিনিসটাকে তারা সুন্নাহ বলেছে সেটা হচ্ছে - মানুষকে হত্যা করা। তারা তাদের শত্রুদের হত্যা করে এবং সিরিয়ার অনেক জিহাদীদের হত্যা করেছে। এমনকি মানুষ বিশ্বাস করা শুরু করে যে, হত্যা করা হচ্ছে একটি সুন্নাহ যা আমাদের রাসুলের মাধ্যমে এসেছে।

তারা রাসুলুল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উক্তি করে, যখন তিনি কুরাইশের মানুষদের বলেছিলেন, "আমি তোমাদের হত্যা করতে এসেছি।" তিনি এটা বলেছিলেন যখন তারা তাঁকে উপহাস করে। কিন্তু যারা তাঁকে কষ্ট দিচ্ছিল তারা এটা ভুলে যায় যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদেরকে যেভাবে পেরেছেন সেভাবে ক্ষমা করেছেন। তিনি তাদের শত শত লোকদের বলেছিলেন, "তোমরা মুক্ত এবং তোমাদেরকে কেউ ক্ষতি করবে না"। এভাবে তারা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শত্রু না হয়ে অনুসারী হয়ে যায়। নবিজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকি করেছেন সেটাতে ISIS নজর দেয় না। তার বদলে তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বলা একটি কথাকে সুন্নাহ বানিয়ে নিয়েছে। তারা সবাইকে দেখায় যে, আমরা জিহাদী হতে পারব না যতক্ষণ না আমরা মানুষকে হত্যা করি, যা সঠিক নয়।

মুআতায় হানা দেওয়ার সময় খালিদ বিন ওয়ালিদ সৈন্য প্রত্যাহার করে নেন এবং আরও ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ করেন। রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এইটাকে বিজয় হিসেবে বিবেচনা করেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ হুদাইবিয়া সন্ধিকেও বিজয় হিসেবে বিবেচনা করেন। কিন্তু ISIS মনে করে, বিজয় শুধু মানুষকে হত্যা করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। তারা বুঝে না যে, উপকার অন্বেষণ করাও হচ্ছে বিজয় এবং তা জিহাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যখন তারা হত্যাকে সুন্নাহ বানায় তখন তারা তাদের শত শত শত্রুকে হত্যা করে এবং তা টিভিতে দেখায়। যার ফলে মানুষ চিন্তা করে যে, এটা কি আসলে ইসলাম কিনা। এই বিষয়টা আমাদের উপর বাধিত করে যাতে আমরা মানুষকে বুঝায় যে, এই লোকগুলো যা করছে তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তারা অন্যান্য জিহাদী ও নির্দোষ মানুষদের হত্যা করছে এটা জানানো ছাড়ায় যে, "এই লোকগুলো কারা (যাদের হত্যা করা হচ্ছে) মানুষদের বিচার ও দণ্ডাদেশ দেওয়া ছাড়ায় হত্যা করা হচ্ছে"।

এখন তারা আরেকটি সুন্নাহ উদ্ভাবন করেছে যা হচ্ছে মানুষকে পুড়িয়ে মারা। এখন মানুষ তেমনটা করবে যেমনটা ISIS করেছিল এবং তারা বিশ্বাস করবে মানুষকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে সুন্নাহ। যদিও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আগুন দিয়ে একমাত্র তিনিই শাস্তি দেন যিনি তা সৃষ্টি করেছেন (মানে আল্লাহ)"। তারা ইবনে তাইমিয়্যাহর একটি উক্তি করে, যা প্রসঙ্গ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমাদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথার উপর ইবনে তাইমিয়্যাহর কথাকে তারা ব্যবহার করে। এইটাই কি সালাফিদের অনুসরণ? এটা জিহাদী সালাফিজম নয়। বরং এইটার সাথে সালাফি আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু মানুষ নয়, পশু পোড়াতেও নিষেধ করেছেন এবং তিনি আরও বলেন, "আগুন দিয়ে একমাত্র তিনিই শাস্তি দেন যিনি তা সৃষ্টি করেছেন (মানে আল্লাহ)"। আমি চিন্তা করি, তারা এইটা করার মাধ্যমে (মুআ'যকে পুড়িয়ে হত্যা করা) কি অর্জন করেছে বলে মনে করে। তারা কি চিন্তা করেছিল যে বোমাবর্ষণ ও যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে যখন তারা তাকে পুড়িয়েছে? এখন জর্ডানের এবং অন্যান্য জায়গার অনেক বুদ্ধিসম্পন্ন সমর্থকরা বুঝতে পারবে যে তাদের (ISIS এর) নেতারা অনেক অযৌক্তিক কাজ করে। তারা অনেক সুযোগ হাতছাড়া করে ফেলেছে। সাজিদা এবং আল-কারবুলির প্রাণদণ্ডের পর আমি শুধু ISIS কেই এইটার জন্য দোষারোপ করব। কারণ তারা মুআ'জকে হত্যার বদলে সাজিদার জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছে। কেন তোমরা মিথ্যা বল? (আবু মুহাম্মদ ISIS এর যোগাযোগকারীদের জিজ্ঞেস করেন) যখন আল্লাহ বলেন, "তোমরা যারা আমার উপর ইমান এনেছ, আমাকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।" কেন তোমরা আমার সাথে যোগাযোগ করার সময় সৎ ছিলে না?

সঞ্চালকঃ ISIS দাবি করে যে, এইটা ইসলামকে চিত্রিত

করে এবং বলে যে এটা একটা খিলাফত রাষ্ট্র। জিহাদী সালাফি দৃষ্টিকোণ থেকে, আপনি কি মনে করেন যে এটা আসলেই একটা খিলাফত রাষ্ট্র?

শাইখ আল মাকদিসিঃ আমরা তাদের ভুল ও সীমালঙ্ঘন নিয়ে অনেকবার কথা বলেছি। আমরা তাদেরকে শুরুতেই পরামর্শ দিয়েছিলাম এবং আমরা তাদের সাথে অনেক নমনীয় আচরণ করেছি যতক্ষণ পর্যন্ত না কিছু মানুষ বলে যে আমি ISIS এর সাথে ভাল সম্পর্ক রাখার জন্য তাদের সাথে মিষ্টি কথা বলি। এগুলো বলেছিল কিছু ভাইয়েরা, যারা ISIS এর ভুল ও সীমালঙ্ঘন অনুধাবন করতে পেরেছিল। আমাকে তাদের সাথে নরম ভাবে ব্যবহার করার জন্য যা চালিত করেছে তা হলো, বেশিরভাগ যুবক ও যুবতী যারা বর্ডার পাড়ি দিয়েছে, তারা "খিলাফত" ও "ইসলামিক স্টেট" এই শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।

ইসলামিক স্টেট যেইটাকে বলা হচ্ছে সেটাকে তারা সাহায্য করতে আসছে। তারা তা অর্জনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী। সালাফি আন্দোলনের সদস্যরা ইসলামী রাষ্ট্র অর্জনের জন্য অত্যন্ত উৎসাহী। তাই অনেক দূর থেকে যোগ দেওয়ার জন্য যুবকরা চলে আসে এবং তাদের আন্তরিকতায় আমি কোন সন্দেহ করি না। কিন্তু তাদেরকে ছলনার মাধ্যমে আকর্ষিত করা হয়েছে। যখন তারা তাদের সাথে জড়িত হয়ে যায়, তখন তারা আবিষ্কার করে যে, তাদেরকে অন্যান্য জিহাদী এবং অন্যান্য ভাইদের হত্যা করতে বলা হচ্ছে। অনেকে পারলে পালিয়ে বের হয়ে আসে। অন্যদেরকে যদি ISIS বুঝতে পারে যে এরা সত্য উদঘাটন করে ফেলেছে তখন তাদেরকে হত্যা করা হয়। আমরা এর আগে বলেছি যে এইটা প্রকৃত খিলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র নয়। খিলাফতি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিমদের একত্র করা।

সঞ্চালকঃ যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআ'য এবং মুসা আল-আলহা'রিকে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন, আপনি জানেন তিনি তাদের কি বলেছেন?

শাইখ আল মাকদিসিঃ তারা ছিল দুজন। আর ইসলামে দুজন একসাথে থাকলে তাদের একজনকে দলনেতার ভার দেওয়া যায় না। শুধুমাত্র তিনজন বা তার চেয়ে বেশি মানুষ থাকলে, তখন একজনকে সেই দায়িত্ব দেওয়া যায়। তাই তিনি পরামর্শ দেন যে, তারা একজনকে দলনেতা মনে করবে এবং ঐক্যবদ্ধ থাকবে। তিনি তাদের পরামর্শ দেন যে, একজন আরেকজনকে মান্য করবে এবং কখনোই ভিন্নমত করবে না। দ্বীন প্রচার করবে কিন্তু কখনোই অন্যজনকে বহির্ভূত করবে না। একজনের উপর দলের ভার ন্যস্ত করার চেয়ে, তার সুবিধা অর্জন করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একজন অপরজনকে মান্য করবে কিন্তু কখনোই ভিন্নমত করবে না, সহজতর করবে কিন্তু কখনোই বিঘ্ন ঘটাবে না, দ্বীন প্রচার করবে কিন্তু কখনোই অপরজনকে বহির্ভূত করবে না।

আমি যদি খিলাফত রাষ্ট্র দাবি করি কিন্তু এর উদ্দেশ্যগুলো কখনো অর্জন না করি তাহলে আমি মুসলিমদের বিক্ষিপ্ত করছি এবং মানুষকে হত্যা ও পুড়িয়ে মারার মত কাজকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করছি। তারা চায় মানুষ যাতে তাদের সাথে থাকে, যখন কিনা তারা সব জায়গায় মুসলিমদের বিক্ষিপ্ত করছে এবং এইসব ভয়ঙ্কর কাজের মাধ্যমে ইসলামের সম্মানহানি করছে। আমি অবাক হয়ে যায়, যখন দেখি যে তাদের একজন আমার সাথে যোগাযোগ করছে এবং বলছে যে তারা এই বিষয়টির সুরাহা করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। তারা ইতিমধ্যে মুআ'যকে মেরে ফেলে এবং সে আমাকে এই ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে। সে অনেকবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছিল যে, তারা বিষয়টি নিয়ে সিরিয়াস, কিন্তু তারপর আমি আবিষ্কার করি যে সে মিথ্যা বলছিল। এরপর সে আমাকে বলল যে আমি তাদেরকে মিথ্যা কথা বলছিলাম। আমি তাকে বলি, তুমি আমার সাথে কথা বলছিলে, প্রেসিডেন্টের সাথে না। আমার সাথে তুমি যোগাযোগ করেছ এবং মিথ্যা বলেছ। তারপর তাদের ঐ পাইলটকে পুড়িয়ে মারার ভয়ঙ্কর কাজে আমি অবাক হয়ে যায়। এমন কোন সুন্নাহ নেই যা মানুষকে পুড়িয়ে মারার অনুমতি দেয়, আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এইটা করতে নিষেধ করেছেন।

তারা ইবনে তাইমিয়্যার কথাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দেয়। আমি তাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ইবনে তাইমিয়্যাহ এটাও বলেছিলেন যে একজন দ্বীনের ফকিহ পাপাচার থেকে কল্যাণ বের করেন না। তিনি বাছাই করেন কোনটি সর্বোত্তম কল্যাণ যখন তার কাছে একাধিক পন্থা থাকে এবং কোন পাপাচারটি বাদ দিতে হবে যখন অনেক পাপাচার থাকে। দ্বীনের একজন ফকিহকে অবশ্যই এরকম হতে হবে। তারা ইবনে তাইমিয়্যাহর কথা থেকে যেইটা পছন্দ হয়েছে, সেইটা নিয়ে বাকি অংশ বাদ দিয়েছে। ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, পুড়িয়ে মারা জায়েজ যদি সেটা আগ্রাসন প্রতিরোধ করে। মুআ'যকে পোড়ানোয় কি কোন কিছু প্রতিরোধ হয়েছে? উল্টো আগ্রাসনের মাত্রা আরও বেড়ে গেছে। এবং জর্ডানবাসী সেনাবাহিনীকে বলল বোমাবর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিতে। কারণ তারা এমন কিছু দেখল যার ন্যায্যতা কোনভাবেই প্রমাণ করা যায় না। কেন তোমরা তাকে পুড়িয়ে মারলে? তোমরা আমাদের, জিহাদী সালাফি আন্দোলনকারীদেরও সম্মানহানি করেছ। তোমরা এমনকি সাজিদাকে ছাড়ানোর যেকোনো রকম সুযোগও নষ্ট করেছ এবং তাঁর মৃত্যুদণ্ড তোমাদের কারণে হয়েছে।

সঞ্চালকঃ যদি ISIS এর আদর্শের ভিত্তি ইসলাম না হয়, তাহলে তার ভিত্তি কি?

শাইখ আল মাকদিসিঃ তাদের নেতৃবৃন্দের উপর দৃষ্টিপাত করলে আমরা খেয়াল করি যে, তাদের বেশিভাগই হচ্ছে ধর্মান্তরিত মুসলিম। সেইটা বেশি দিন আগে নয়, যখন তারা কমিউনিস্ট ছিল। মানুষ আমার সাথে তর্ক করবে যে, খালিদ বিন ওয়ালিদ ধর্মান্তরিত মুসলিম ছিল এবং তাঁকে আল্লাহর তরবারি ডাকা হত এবং তিনি একজন জিহাদী নেতা হয়েছিলেন। তার কিছু সময় পূর্বেই তিনি কুরাইশ সেনার সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। আমি তাদের বলব, তাঁকে আল্লাহর তরবারি উপাধি দেওয়া হয় নি যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁর ইসলাম পরিপূর্ণ হয় এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটা প্রত্যক্ষ করেন। আপনি রাতারাতি মুসলিমদের হত্যা ও নির্যাতনকারী একজন কমিউনিস্ট থেকে খিলাফতি রাষ্ট্রের একজন নেতা হতে পারবেন না।

সঞ্চালকঃ কোন খিলাফত রাষ্ট্রের কথা আপনি বলছেন?

শাইখ আল মাকদিসিঃ যেমনটা আমি বলেছি, খিলাফতি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করা। সহজতর করা এবং বিঘ্ন ঘটানো নয়; দ্বীন-প্রচার করা এবং বহির্ভূত করা নয়। তারা ঠিক তার বিপরীতটি করছে, তাই এটা শুধু নামের ব্যাপার নয়, এটা হচ্ছে আমলের ব্যাপার। আমি খিলাফতি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অর্জন না করে সেটা করতে পারি না। তারা যুবক ভাইদের প্রতারিত করে এবং তাদের নিজ ঘর ত্যাগ করায়। যখন আমি তাদের সাথে নমনীয় আচরণ করছিলাম, তখন আমি শুধু ঐ প্রতারিত যুবকদের কথা চিন্তা করছিলাম।

ISIS জিহাদী আন্দোলনের মর্যাদাহানি করেছে, প্রতিদিন তারা একটা নতুন সুন্নাহ উদ্ভাবন করে। তারা শুরু করে মানুষ হত্যা দিয়ে এবং এখন তা হচ্ছে পুড়িয়ে হত্যা এবং আমি বলি যে এটার সাথে ইসলামের বা সালাফি জিহাদী আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই। একজন জিহাদী মিথ্যাবাদী হতে পারে না। এবং আমি আপনাদের বলছি যে, তারা আমার সাথে মিথ্যা কথা বলছিল এবং তারা বিষয়টি বিলম্বিত করছিল। যখন আমি বন্দি-বিনিময় করানোর জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ করছিলাম, তারা দাবি করে যে তারা বন্দিদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিল কিন্তু আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি তারা উদ্বিগ্ন ছিল না। আমার কাছে অনেক তথ্য আছে যে, তারা কিরূপ বেপরোয়া ছিল এবং কীভাবে তারা সাজিদার ব্যাপারে চিন্তাহীন ছিল।

সঞ্চালকঃ আমাদের এই ইন্টার্ভিউটি শেষ করার পূর্বে আপনার কি কিছু বলার আছে?

শাইখ আল মাকদিসিঃ আমি আনন্দিত যে আপনার এখানে আমার সাক্ষাতকার নিয়েছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যাই কারণ আপনারা হচ্ছেন জর্ডানের একটি চ্যানেল। আমি চাচ্ছিলাম জর্ডানের মানুষ শুনুক আমি কি বলতে চাই। পাইলটের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর যারা অনেক রকম প্রতিক্রিয়া করেছেন... আমি তাদেরকে জানাতে চাচ্ছিলাম যে... সালাফি জিহাদী আন্দোলনের সাথে ISIS এর কোন সম্পর্ক নেই এবং তারা যা করে তা আমি তিরস্কার করি। আমি তাদের আশ্বস্ত করি যে... সারা বিশ্বের সকল বুদ্ধিসম্পন্ন জিহাদীরা এই বন্দি-বিনিময় সার্থক করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এবং ISIS এর সাথে যোগাযোগ করতে আমাকে সাহায্য করেন, কিন্তু ISIS ই এটা করতে চাচ্ছিল না।

ISIS এ বিশ্বাসী যারা প্রতারিত হয়েছেন, তাদের ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই। এটা হয়েছে কারণ মানুষ খিলাফত ও ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য অনেক আগ্রহী। তারা জানত এই দুটি মহান শব্দ (খিলাফত ও ইসলামী রাষ্ট্র) দিয়ে কিভাবে মানুষকে প্রতারিত করতে হয়। আমি আপনাদের একটি উদাহরণ দিচ্ছি এই সাক্ষাতকারের অবসান হিসেবে। সন্দেহাতীতভাবে সারা জাহানের মুসলমানরা এখন অন্ধকারে আছে, যখন অন্ধকার অনেক বেশি সময় ধরে থাকে, তখন এরকম অন্ধকারে ভোরের জন্য অপেক্ষা করাটাই স্বাভাবিক। অন্ধকারে থাকা যে কারো কাছেই একটা আলোকরশ্মিকে ভোর বলে মনে হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দু'রকমের ভোর আছে, যার একটি হচ্ছে মিছে এবং অন্যটি প্রকৃত ভোর। যদি তুমি প্রকৃত ভোর দেখ, তাহলে তোমার সালাত আর কবুল হবে না।

প্রতারিত লোকেরা ISIS কে একটি প্রকৃত ভোর বলে মনে করেছিল এবং মনে করেছিল তাদেরটা ছিল প্রকৃত খিলাফত। তখন তারা যদি খুঁটিয়ে দেখে, তাহলে বুঝতে পারবে যে ISIS হচ্ছে মিছে ভোর। এবং যারাই তাদের সময়ের পূর্বে তাড়াহুড়া করে তারা এই জিনিসগুলো অর্জন করার নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্তির মাধ্যমে শাস্তি পায়। আমরা এখনো হাল ছেড়ে দেয় নি এবং আমরা প্রকৃত ভোরের জন্য অপেক্ষা করছি। যা শীঘ্রই আসবে ইনশা আল্লাহ, কিন্তু ISIS এর মাধ্যমে নয়। বরং তাদের মাধ্যমে যারা আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্মান দান করে এবং তাঁর কথার উপর অন্যের কথাকে প্রাধান্য দেয় না।

সঞ্চালকঃ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, শাইখ আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসি।



ফ্লোরিডার বিমান ঘাটি আক্রমণের দায় স্বীকার

মূল: শাইখ আবু হুরাইরা আস-সানআনী রহিমাহুল্লাহ
অনুবাদক: হাম্মাদ সাইফুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহিদিল ক্বহহার - যিনি তাঁর ধার্মিক বান্দাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর শত্রু কাফেরদেরকে অপমানিত করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাহাবীদের উপর।

আম্মা বা'দ-
আমাদের মুসলিম জাতির প্রতি
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

হে প্রিয় মুসলিম জাতি,
আপনারা আমাদের ভাই। আল্লাহ আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আপনাদেরকে বরণ করে নিন। আপনাদের পিতৃপুরুষেরা আক্বিদা তথা বিশ্বাসের জন্য লড়াই করেছেন। তারা পারস্য ও রোমানদের ভূমি জয় করেছিলেন।

হে আমাদের মুসলিম জাতি,
আমরা ইসলামের যুদ্ধের ভূমিগুলোর একটিতে আছি এবং আমাদের সাধ্যানুযায়ী আমাদের দ্বীন ও জাতিকে প্রতিরক্ষা করে যাচ্ছি। কখনো কখনো আমরা সফল হই, আবার কখনো ব্যর্থ হই। তবে, সুনিশ্চিত ভাবেই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পুরস্কারকে বিনষ্ট করবেন না। যদি আমরা সঠিক হই তবে এটা কেবলই আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাঁর প্রতিই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। আর যদি আমরা ভুল করি, তবে এটা আমাদের ও শয়তানের পক্ষ থেকে। প্রথমে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং আমাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর, আমরা আপনাদের কাছে ক্ষমার প্রত্যাশী।

নিশ্চয় আমরা এই মহান যুদ্ধের ভূমিতে (আরব উপদ্বীপের ভূমিতে) শত্রুদের দ্বারা একের পর এক চক্রান্তের শিকার হচ্ছি। একটি চক্রান্তের মোকাবেলায় বিজয়ী হতে না হতেই আমরা নতুন আরেকটি চক্রান্তের মুখোমুখি হই। তবে, সুনিশ্চিতভাবেই আল্লাহ তাদের উপর সর্বদা নজর রাখেন।

"তারা চক্রান্ত করে, আল্লাহও কৌশল করেন; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বোত্তম কৌশলী।"

আমরা আমাদের অবস্থান থেকে আপনাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি, আমরা আমাদের মুসলিম জাতিকে বিপদ-আপদে কখনোই ছেড়ে যাবো না। এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্যে আপনারা আমাদের ব্যাপারে দুটি উত্তম বিষয়ের যেকোনো একটি ব্যতীত অন্য কিছু শুনবেন না (ইনশাআল্লাহ্), হয়ত শরিয়ত নয়ত শাহাদাত। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে সর্বদা দৃঢ় রাখেন।

এই অঙ্গীকার পূরণের পথে আমরা মুসলিম উম্মাহর বারাকাহ প্রত্যাশা

করছি এবং সাহসী বীর যোদ্ধা মুহাম্মাদ বিন সায়িদ আশ-শামরানি রহিমাহুল্লাহ- এর শহীদি অপারেশনে আমাদের দায়ভার গ্রহণ করছি। আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করুন, তাঁর মর্যাদাকে বুলন্দ করে দিন এবং তাকে তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করান। আমিন।

মুহাম্মাদ বিন সায়িদ আশ-শামরানি রহিমাহুল্লাহ আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মন্দ ও কুফরের অন্যতম এক ঘাঁটিতে শহীদি অপারেশন পরিচালনা করেছেন। ঘাঁটিটি ছিল, ফ্লোরিডা শহরের পেনসাকোলাতে অবস্থিত আমেরিকান নৌ-ঘাঁটি। আল্লাহ তা'আলা উনার উপর রহম করুন এবং তাঁকে আমাদের পক্ষ থেকে ও মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে উত্তম পুরষ্কার দান করুন।

বেশ কয়েক বছর ধরে, আমাদের এই বীর আমেরিকার বিভিন্ন মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ঘুরাফেরা করেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সবচেয়ে ভালো ও সমৃদ্ধ টার্গেট নির্বাচন করা। আল্লাহ তাঁকে অসাধারণ ধৈর্য দিয়েছিলেন এবং কেবল আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি সকল সামরিক পরীক্ষা ও নিরাপত্তা প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।
বিগত কয়েক বছর যাবত আমাদের বীর তাঁর ইচ্ছাকে অন্তরে গোপন করে রেখেছিলেন, যতদিন না আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওফীক দান করেন। এর ফলে তিনি আল্লাহর শত্রু আমেরিকাকে সেই তিক্ত পাত্র থেকে পান করিয়েছেন, যা মুসলিমদেরকে আমেরিকা দৈনিক পান করায়।

ফিলিস্তিনে আমাদের রক্ত এখনো শুকায়নি। শুকায়নি আফগানিস্তানে, শামে, বার্মাতে, মালিতে, পূর্ব তুর্কিস্তানে, ইরাকে, সোমালিয়ায়, ইমান ও হিকমাহর ভূমি ইয়েমেনে, আর না শুকিয়েছে অন্য কোনো মুসলিম দেশে । আল্লাহর শত্রু আমেরিকা আমাদের মুসলিম জাতির সাথে যে বর্বরতা করেছে, এই অপারেশন সেগুলোর কোনোটিরই সমান নয়। তবে, এটি আমাদের জাতির দৃঢ়তা ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাহায্যে এ জাতির লক্ষ্যে পৌঁছানোর সক্ষমতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এমন খোশখবর দিবেন, যা আমাদের অন্তরকে প্রশান্ত করবে। হয়তো তাঁর আদেশে, নয়তো আমাদের হাতে আল্লাহ্ মুমিনদের অন্তর প্রশান্ত করবেন। সুতরাং, হে আমেরিকা! - অপেক্ষা করো। আর নিশ্চয়ই আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

হে আমেরিকার অধিবাসীরা!
আমরা মুসলিম, আমাদের কোনো কিছু হারানোর নেই। তোমরা তোমাদের এজেন্টদের মাধ্যমে আমাদের রবের বিধানকে পরিবর্তন করেছো। এর ফলে আমরা মানুষের তৈরি নীতিমালা ও সংবিধান দিয়ে পরিচালিত হচ্ছি, আমাদের উপর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারছি না।

তোমরা আমাদের নিরাপত্তাকে ধ্বংস করেছো, যাকে যেভাবে ইচ্ছা হত্যা করেছো। আমাদের সম্পদ চুরি করেছ এবং এগুলো দিয়েই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ।

তোমরা আমাদের বহু অঞ্চল দখল করেছো। এরপর তোমাদের ইচ্ছামত যাকে পছন্দ হয়, তাকে ঐসকল ভূমির কর্তৃত্ব দিয়েছ। এতকিছুর পর আমাদের আর হারানোর কি বাকি আছে?

এখন আমাদের আসল ক্ষতি তো তখনই হবে যদি আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে, তোমাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা না করে, তোমাদেরকে জীবনের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন না করিয়ে, তোমাদের নিরাপত্তাকে ধ্বংস না করে পেছনে বসে থাকি। বিইযনিল্লাহ, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। তোমাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করছি, তোমাদেরকে জীবনের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করাচ্ছি, তোমাদের নিরাপত্তাকে বিনষ্ট করছি এবং তোমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছি। আমরা যথেষ্ট দক্ষ, আর ঐরূপ করতে সক্ষম। কারণ, আমাদের সাথে আল্লাহ আছেন। তিনি আমাদের সাহায্যকারী ও অভিভাবক। আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী ও অভিভাবক নেই।

হে মুসলিম জাতি!
আমেরিকা এতদিন যা করেছে, এখন তার কিছু ফল ভোগ করছে। বিইযনিল্লাহ, আমেরিকাকে তার সকল অপরাধের মূল্য পরিশোধ করবে।

আফগানিস্তানের শোরাব ঘাঁটিতে ইসলামী ইমারতের বীরেরা আমেরিকার উপর যে তীব্র আঘাত করেছিল তার দুর্দশাই এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। ঐ হামলায় আমেরিকার ১৩৭ সেনা নিহত হয়েছিল। এদের মধ্যে ১৫ জন পাইলট এবং ১৮ জন ইঞ্জিনিয়ার ছিল। পাশাপাশি অস্ত্রবোঝাই গাড়ি, হেলিকপ্টার, গুদাম, কারখানা এবং বিমানবন্দর ধ্বংস হয়েছিল।

আমেরিকা এই বিপর্যয় থেকে উঠতে না উঠতেই, কিছুদিন আগে পলিডগলি বিমান ঘাঁটিতে সোমালিয়ার সিংহরা তাদের উপর আঘাত হেনেছেন। এই অপারেশনে তাঁরা ১২০ এরও অধিক মার্কিন সেনাকে খতম করেছেন।

শাইখ আবু উবাইদাহ আহমাদ উমর হাফিঃ বলেনঃ-
আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এই দ্বীনের জন্যে বাছাই করেছেন। যাতে তোমাদের রক্ত দিয়ে তার দ্বীনকে সাহায্য করতে পার এবং মুসলিম উম্মাহকে উপর থেকে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার চাদরকে দূরীভূত করতে পার। এই লক্ষ্যে তোমরা খুব দ্রুতই সেই আক্রমণটি করবে, যার জন্যে তোমরা প্রস্তুতি নিয়েছ ও সামানা প্রস্তুত করেছ। আর মুসলিমরাও তাদের সর্বোচ্চ সাধ্য দিয়ে তোমাদেরকে প্রস্তুত করেছেন ও দোয়া করেছেন। সেই রব সাক্ষী, যার জন্যে আমরা তোমাদের জন্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করেছি।

সোমালিয়াতে আমেরিকার সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাটি অবস্থিত (এসময় মুজাহিদীনরা 'আল্লাহু আকবার' তাকবির দেন)। আমরা বালদুইকীতে অবস্থিত ক্রুসেডারদের ঘাটির পথে আছি। আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আমাদের হাতে কাফেরদেরকে পরাজিত করেন।

আমি কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি - যখন আমরা তোমাদের উপর আক্রমণ করব তখন তোমাদের পলায়ন ও বাঙ্কারে আত্মগোপন কোন উপকারে আসবে না। এমনকি বিমানের মাধ্যমে পলায়নের চেষ্টা করেও কোন লাভ হবে না। আমরা তোমাদের বাহিনীর মাথাগুলোকে শিকার করব এবং কোনভাবেই সোমালিয়ার মুসলিম ভূমিকে ত্বাগুতের বিধান দিয়ে পরিচালনা করতে দিব না। এখানে একমাত্র আল্লাহর কিতাব ছাড়া অন্য কোন বিধান বাস্তবায়ন হবে না। বিইযনিল্লাহ, অতি শীঘ্রই বালদুইকী ঘাটিতে তাওহীদের পতাকা উঁচু করা হবে।

সমস্ত মুসলিম ও মুজাহিদদেরকে ওসিয়্যাত করছি - তাকওয়া অর্জন করুন এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যান। তাদের উপর রাতে অতর্কিত হামলা করুন ও দিনে কামান দিয়ে বোমা নিক্ষেপ করুন। আমীরদের আদেশ শুনুন ও মান্য করুন। নিজেদের ঐক্য রক্ষা করুন।

শাইখ কাসেম আর-রীমী রহিমাহুল্লাহ বলেন –
যখন আমেরিকা বহির্বিশ্ব থেকে তাদের উপর আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যস্ত - সেই সময় আমাদের জাজিরাতুল আরবের এক বীর তাদের নিজ দেশেরই বিমান ঘাটিতে আক্রমণে সফল হয়েছেন। তার হাতে ক্রুসেডারদের বড় একটা অংশ আক্রান্ত হয়েছে, যাদের অনেকেই নিহত ও আহত হয়েছে। আর হাজারো সেনা দিশা হারিয়ে পলায়ন করছে।

একটা টিভি নিউজ এর খণ্ডাংশ
প্রতিবেদকঃ এখানে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এফবিআই'র মধ্যে স্পষ্ট হতভম্বতা তৈরি হয়েছে। মার্কিন সামরিক ঘাটিতে একই ধরনের দ্বিতীয় আক্রমণ এটি। যা যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে হতাশা ও পরাজয় হিসেবে গণ্য হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে গুলাগুলি হয়েছে।
উপস্থাপকঃ এই হামলার মাধ্যমে কি সব সময়ের জন্যে একটা নিরাপত্তার হুমকি তৈরি হয়েছে?

প্রতিবেদকঃ তা তো অবশ্যই। যেখানে আমেরিকার সামরিক ঘাটির ভিতরে বিশেষ ব্যক্তি ও পাহারাদার ছাড়া অন্য কারো জন্যে অস্ত্র বহনের অনুমতি নেই, সেখানে বাহির থেকে আমেরিকার সামরিক ঘাটির ভিতর অস্ত্র প্রবেশ করা তো ভয়ংকর বিষয়। এটার সমাধানে হয়ত আমেরিকা বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। কিন্তু এটা শুধু কিছু আহত-নিহতের বিষয় নয়, বরং আমেরিকার সামরিক ঘাটির নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেঙ্গে গেছে। দুই সপ্তাহের কম সময়ে দুইটা ঘাটিতে আক্রমণ হয়েছে। এটা অবশ্যই কোন ভালো লক্ষণ না।

পরিবারের প্রতি শহীদের ওয়াসিয়্যাত
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
এটা রবের রহমতের প্রত্যাশী মুহাম্মাদ বিন সাইদের পক্ষ থেকে বাবা, মা ও পরিবারের প্রতি নসীহাহঃ

যদি আমার পত্র আপনাদের কাছে এমন অবস্থায় পৌঁছায় যখন আমি বন্দী, তাহলে ধৈর্য ধারণ করুন আর ভেঙ্গে পরবেন না। কারণ আপনাদের মতই হাজারো পরিবার তাদের সন্তানদেরকে আমেরিকার জেলে হারিয়েছে, এমনকি মেয়েদেরকেও। আল্লাহই উত্তম সাহায্যকারী।

আর যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিহত করে সম্মানিত করেন তাহলে দোয়া করছি তিনি যেন আপনাদেরকেও তার রাস্তায় শহীদ হিসেবে কবুল করেন।

সম্মানিত মায়ের প্রতিঃ
আল্লাহর অনুগ্রহে এতদিন আপনার দোয়া আমাকে বেষ্টন করে রেখেছিল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি আমার অন্তর চক্ষুকে খুলে দিয়েছেন এবং ভ্রষ্টতার পথ থেকে রক্ষা করেছেন। আজকে আমি সর্বসাধ্য দিয়ে দুর্বলদেরকে সাহায্য করব এবং সেই অত্যাচারীদেরকে আক্রমণ করব যারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ও ধারনা করছে মুসলিমরা তাদের এই মাজলুম মুসলিম উম্মাহকে সাহায্য করবে না।

আম্মাজান আপনি ধৈর্য ধরুন ও আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন। নিশ্চয় আপনার সাথে আমার জান্নাতে সাক্ষাত হবে ইনশাআল্লাহ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের হাদীসে আছেঃ
"শহীদ তার পরিবারের সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করবে"

আল্লাহ তা'আলার কাছে ইখলাস ও কবুলিয়ত চাচ্ছি। আমি আপনাদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে সত্য নবীর এই হাদীসটিই পাচ্ছি - যেখানে তিনি শহীদের প্রতিদান বর্ণনা করে বলেছেনঃ "শহীদ তার পরিবারের সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করবে"। আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাকেও এই সম্মানের জন্য কবুল করেন।

আম্মাজান আপনি আশ্বস্ত হোন যে, আমার এই হামলার বিষয়টা শুধু চিন্তাগত পরিপক্কতা, তাকফীর ও বাড়াবাড়ি মূলক আবেগ থেকে নয়। বরং এটা প্রায় শতাব্দী কাল যাবত উম্মাহর দুর্দশার অবস্থা থেকে মুক্তির মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা রাখি তিনি যেন আমাকে দুর্বল মুসলিমদের উপর থেকে জুলুমকে প্রতিহত করা, তাদের সংকল্পকে দৃঢ় করা ও কাফেরদের মানসিকতা নষ্ট করার মাধ্যম হিসেবে কবুল করেন।

আপনারা নিশ্চিত থাকুন, আমি সেই রক্ত থেকে মুক্ত যা কাফেরদের হাতে প্রবাহিত হয়েছে। যারা ইসলামের নামে - এমনকি জিহাদের নামকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করার কাজে ব্যবহার করেছে আমি তাদের থেকেও মুক্ত। তারা ভাল-খারাপ সকলকেই হত্যা করেছে।

আমার প্রিয় ছোটরা,
গাজাল, হুর, তারাফ, সানাদ, সুলতান ও মুহাম্মাদ - আমি তোমাদেরকে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা, কুরআন মুখস্ত করা ও ইলম শিক্ষার ওসিয়্যাত করছি। তোমরা কুরআন শিক্ষা কর, এটাই তোমাদেরকে সব শিখিয়ে দিবে। তোমরা পিতা-মাতার আনুগত্য কর, তাদের প্রতি সদাচরণ কর।

প্রত্যেক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। তাই তোমরা সারা বিশ্বের মুসলিম ভাইদের জন্যে দোয়া করতে ভুলে যেও না, যাদের মধ্যে ইয়াতিম, ক্ষুধার্ত ও বন্দী ভাইরাও রয়েছেন।

তোমাদের জন্যে দোয়া করি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যেন জান্নাতে একত্রিত করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাম বলেছেনঃ "শহীদ তার পরিবারের সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করবে"। তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে আমানত রেখে বিদায় নিচ্ছি।

শাইখ কাসেম আর-রীমী রহিমাহুল্লাহ শামরানী রহিমাহুল্লাহর বাহু থেকে কাপড় গুটিয়ে চেষ্টা করেছেন অতঃপর ফসল কেটেছেন। সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য চেয়েছেন। এর মাধ্যমে এমন একটি বার্তা পৌছিয়ে দিয়েছেন যা তার আগেও অনেক বীর'রা দিয়েছেনঃ

হে আমেরিকা, নিশ্চয় তোমরা নিরাপত্তার স্বপ্ন দেখতে পারবে না যখন মুসলিমদের নিরাপত্তাকে ছিন্ন করেছ।

এই ভাবেই তারা বার্তা দিয়ে গেছেন এবং পরবর্তীরা বার্তা দিতে থাকবেন যতদিন না তারা বুঝতে পারে যে - আমরা হচ্ছি এমন এক জাতি যাদের ব্যাপারে শহীদ শাইখ উমর মুখতার বলেছিলেনঃ

'আমরা কখনো আত্মসমর্পণ করি না, হয় বিজয়ী হই অথবা মারা যাই"।

হে মুসলিম উম্মাহর বীর সন্তানরা,
আমরা কল্যাণময় জাতি, আমাদের মধ্যে রয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব। আমরা এমন

উম্মাহ যাদের দূরবর্তীরা নিকটবর্তীদেরকে ও শক্তিশালীরা দুর্বলদেরকে সাহায্য করছে। এটা এমন এক দেহ যার এক অংশ পুরো দেহের চিকিৎসা করছে। কতইনা উত্তম এই দেহ! কতই না মহান এই জাতি!!

সুতরাং হে বীর যোদ্ধারা,
তোমরা কুফরীর মাথা আমেরিকাকে আক্রমণ কর। যেমনটা এই উম্মাহর সিদ্দীক হাদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বলেছিলেনঃ-
"তোমরা মাথায় আঘাত কর, কারণ শয়তান মাথায় থাকে"।
নিশ্চয় বর্তমানে কাফেরদের মাথা হচ্ছে জালেম ও পাপাচারী আমেরিকা - যার হাত থেকে কোন মুসলিমই রেহাই পায় নি। সেই জালেমের মাথায় শয়তান বসে আছে।

সুতরাং হে যোদ্ধারা,
তোমাদের তীর তার দিকেই লক্ষ্যস্থির কর – যে রাত-দিন মুসলিমদের দিকে তীর নিক্ষেপ করছে। তাকেই টার্গেট কর, আক্রমণ কর, সকল ঘাটিতে উৎ পেতে থাক। তোমাদের যাতে তাকে আঘাত করা ছাড়া অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না যায়। তোমাদের চিন্তা – ভাবনা এমন থাকবে যে "সে(আমেরিকা) বেঁচে গেলে আমি সফল নই"।

হে আত্মমর্যাদাশীল মুসলিমগণ,
কুফুরী রাষ্ট্র ও আমেরিকার লাঞ্ছনার মধ্যে অবস্থানকারী মুসলিম, সেখানকার প্রতিনিধি, ছাত্র, সাংবাদিক, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, কর্মজীবী হিসেবে থাকা মুসলিম ভাই, আরব-আজমের মুসলিমরা, আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের মুসলিমরা সহ সারা বিশ্বের সকল মুসলিমদের উদ্দেশে আমি বলবো -

ভাই, আমরা সকলেই মুসলিম একথা আমাদের মনে রাখতে হবে। আমাদের দ্বীনের উপরে আসা আক্রমণ প্রতিরোধ করা - আমাদের সকলের উপরেই আবশ্যক। এটা শুধু কোন জিহাদী জামাত বা দাওয়াতি মারকাজের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটা আমাদের প্রত্যেকের উপর আলাদাভাবেই ফরজ।

আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় এটা অনেক বড় অপমানের বিষয়, যখন ফিলিস্তিনে আমাদের বোনেরা পরিস্থিতির শিকার হয়ে ইয়াহুদীদের উপর আক্রমণে বাধ্য হচ্ছে। শাস্তি স্বরূপ নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আমাদের বোনেরা তাদের উপর সাধারণ ছুরি দিয়েই আক্রমণ করছে। অন্যদিকে এমতাবস্থায় আমরা তাদেরকে শুধু দেখছি। তাদের সাথে গলা মিলিয়ে আমরা বলছি না - লাব্বাইক হে বোন, লাব্বাইক হে বোন।

আল্লাহর কসম, নিশ্চয় এটা অনেক বড় অপরাধ। নিশ্চয় প্রত্যেক মুসলিমের উপর সর্বনিম্ন আবশ্যক হচ্ছে - সেই পবিত্রা সচ্চরিত্রা বোনদের ডাকে মুখে নয় বরং রক্ত দিয়ে সাড়া দেওয়া। সুতরাং যদি কারো কাছে কোন গাড়ি থাকে তাহলে সে যেন এটা দিয়ে মুমিনদের অন্তরকে শান্ত করে।

যদি কারো কাছে কোন বন্দুক থাকে তাহলে সে যেন এটা দিয়ে মুমিনদের অন্তরকে শান্ত করে।

যদি কারো কাছে বোমা থাকে তাহলে সে যেন এটা দিয়ে মুমিনদের অন্তরকে শান্ত করে।

যদি কারো হ্যাকিং করে ব্যাংক অ্যাটাকের জ্ঞান থাকে তাহলে সে যেন তা দিয়ে মুমিনদের অন্তরকে শান্ত করে।

যার পক্ষে সম্ভব আমেরিকার অর্থনীতির মাথা কোন বড় প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করা তাহলে সে যেন এইভাবে মুমিনদের অন্তরকে শান্ত করেন।

যাদের পক্ষে সম্ভব রাজনৈতিক, নিরাপত্তা সংস্থা বা সামরিক কোন নেতা, কোন রাজ্যের রানিং এমপি বা সাবেক এমপির উপর আক্রমণ করা - তাহলে সে যেন এর মাধ্যমে মুমিনদের অন্তরকে শান্ত করে।

আর যার পক্ষে কিছুই সম্ভব হচ্ছে না বা কোন পরিকল্পনা খুঁজে পাচ্ছেন না তাদের জন্যে ফিলিস্তিনি বোনদের কৌশলই যথেষ্ট। ফল কাটার ছুরিই ব্যবহার করবেন। এছাড়া ইন্সপায়ার ম্যাগাজিনেও আল্লাহর শত্রু আমেরিকাকে আক্রমণের অনেক উত্তম পদ্ধতির কথা বলা আছে।

কেউ কেউ হয়ত এটা বলতে পারে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার হক্কের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছি অথবা ঘাটতি করেছি। আমরা তাকে বলবঃ এই সকল কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত চিন্তা-পেরেশানিকে দূর করে দিবেন। আর অবশ্যই তাওবার দরজা হচ্ছে সবচেয়ে মহান রাস্তা। এই পথে রক্তের প্রথম ফোঁটার সাথে সাথেই সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। কতইনা উত্তম রাস্তা এটা!!

সুতরাং এগিয়ে যাও - হে মুসলিম। আল্লাহ কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং অক্ষম হয়ো না। যে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে তিনি তার জন্যে যথেষ্ট।

হে সাড়া বিশ্বের মুসলিমরা,
আমরা আপনাদেরকে শহীদ মুজাহিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ এর বাণী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিঃ
"আমেরিকানদেরকে হত্যার ক্ষেত্রে কারো সাথে পরামর্শ করো না"।

হে আল্লাহ! ইসলামকে সম্মানিত করুন, মুসলিমদেরকে সাহায্য করুন। শিরক ও মুশরিকদেরকে অপদস্থ করুন।

হে আল্লাহ! আমাদের শহীদদেরকে কবুল করুন, আহতদেরকে সুস্থতা দান করুন, অসুস্থদেরকে চিকিৎসা দিন, বন্দিদেরকে মুক্ত করুন।

হে আল্লাহ, আমাদের আমলগুলোকে কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের উপর দরুদ, সালাম ও বারাকাহ নাজিল করুন এবং তার পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাথীদের উপর।

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্যেই।

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ এর একটি উক্তি দিয়ে শেষ করছি।

শাইখ বলেন –
মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যিনি আকাশকে কোন খুঁটি ছাড়ায় উঁচু করে রেখেছেন, আমেরিকা ও তার অধিবাসীরা নিরাপত্তার স্বপ্নও দেখতে পারবে না যতক্ষণ না আমরা ফিলিস্তিনে শান্তিতে বসবাস করতে পারব এবং যতক্ষণ না সমস্ত কাফের সেনারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের ভূমি থেকে বের হয়ে যাবে।

মুজাহিদীনের সমীপে কিছু নসিহত

মূলঃ ফাইজান চৌধুরী
অনুবাদঃ আবু খাদিজা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আল কায়েদা জামাতের জিম্মাদার এবং শাইখ ওসামা বিন লাদেন রহ. এর ঘনিষ্ঠ সাথী শাইখ মুহসিন আল ফুদালি রহ. এর পক্ষ থেকে আল কায়েদা জাযিরাতুল আরবের সম্মানিত আমীর শাইখ আবু বাসির নাসির আল বুহাইশি রহ. এর নামে লিখিত একটি বিশেষ চিঠি থেকে সংগৃহীত। এতে শাইখ মুহসিন শাইখ আবু বাসির রহ.কে মুজাহিদীনের মাঝে সংঘটিত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করে তার সুন্দর সমাধান দিয়েছেন। যা এদেশের মুজাহিদীনের জন্যও অসম গুরুত্ব রাখে। তাই আমাদের মুজাহিদীনদের কিছু অবস্থা উল্লেখ পূর্বক পাঠকের সামনে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়েছে।

জিহাদী ময়দানের কিছু চিন্তা-চেতনা ও ভুল-ত্রুটি এমন রয়েছে যা থেকে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নকারী মুজাহিদীনকে সতর্ক করা অত্যন্ত জরুরী।

মুজাহিদীনের জন্য এটা কোন লজ্জার বিষয় নয় যে, তারা কোন ভুল করলে তা শুধরে সঠিক পথে ফিরে আসবে। বরং প্রকৃত লজ্জা হলো- নিজ ভুলের উপর গোঁ ধরে বসে থাকা। তাই মুজাহিদীনের জন্য উচিৎ হলো - নিজের ভুল সংশোধন করে, পূর্বের চেয়ে আরো মেহনত করে জিহাদের কাজকে সামনে নিয়ে যাওয়া। জিহাদকে সকল প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। আর সদা আল্লাহ তা'আলার কাছে দুআ করা এই বলে –
"হে আল্লাহ ! আপনি আমাদেরকে সত্য পথ দেখান এবং তার অনুসরণ করার তাওফিক দেন"।

"হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে বাতিল বিষয়গুলোও দেখান এবং তা থেকে বিরত থাকার তাওফিক দেন"।

দল পূজা ও জামাত পূজা

তানজিম বা দল পূজা - এটা এমন এক ব্যাধি যা ইসলামি কিছু দাওয়াতি দল অতিক্রম করে এখন জিহাদী ময়দানেও ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার দুআ ও সাহায্যের মাধ্যমে অর্জিত বিজয় ও সফলতাকে জামাত ও দলের বিজয় ও সফলতা হিসেবে প্রচার করছে। এ জামাত পূজা ও দল পূজা মুজাহিদদের মাঝে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও অন্যায়ভাবে অপরের মাল আত্মসাৎ ইত্যাদি ব্যাধি ছড়াচ্ছে। এর ফলে এক সময় মুজাহিদীনের মাঝে এমন ধারণা সৃষ্টি হয় যে, তারা মনে করে তাদের দলই একমাত্র জিহাদী দল। তারাই ময়দানে সবার অগ্রগামী, তাদের জন্য অন্য সব মুজাহিদীনের জান মাল ইত্যাদি হালাল (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

আমীরের সম্মান রক্ষা করা

দ্বীন ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর নেতৃত্বে যতক্ষণ পর্যন্ত মুখলিস ও বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম না থাকবে এবং মুজাহিদীন তাদের নেতৃত্ব না মানবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ সঠিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। উম্মতে মুহাম্মাদিয়া এবং জিহাদী আন্দোলনে এসকল আহলে হক ওলামায়ে কেরামের রায় এবং তাদের মর্যাদা হেফাজত করা অত্যাবশ্যক। এই উম্মাহ আজও এমন ওলামা ও ফুযালা জন্ম দিচ্ছেন যাদের ভেতরে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার অতল সমুদ্র রয়েছে।

কিন্তু যখন এই স্থানে কোন অযোগ্য ও ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বসানো হয়েছে, তখন তার ফলাফল আসছে ধ্বংস আর ধ্বংস। আর এটি প্রকৃতপক্ষে নবুওয়তের উঁচু মর্যাদা এবং ওহিয়ে এলাহির সাথে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক বিষয়। সঠিক চিন্তা ও উত্তম ফায়সালাকারীদের কি মর্যাদা তা উম্মাহের সামনে একদম স্পষ্ট। যদি এতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাহলে জিহাদী আন্দোলনে কতটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাও কারো অজানা নয়। এজন্য এ বিষয়টি অতি জরুরী যে, ওলামায়ে মুজাহিদীন এবং উম্মাহের সম্মানিত ইমামগণই নেতৃত্ব এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে সবার সামনে থাকবেন। লোকেরা তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত ও তাদের আলোকিত পথের অনুসরণ করবে। নিজের জিহাদী সফর ঠিক করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের হুকুমের অনুসরণ করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন –

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"(হে নবী) আপনার পূর্বে আমি যত নবী পাঠিয়েছি তাদের প্রতি ওহি নাযিল করেছি। (হে অস্বীকারকারীরা!) তোমাদের যদি এ বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকে, তবে যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে নাও"। (সুরা নাহল ১৬:৪৩)

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إن العلماء ورثة الأنبياء

"নিশ্চয় ওলামায়ে কেরাম হলো নবীগণের উত্তরসূরি" (আবু দাউদ, তিরমিজী)

হে ভাই!

উম্মাহের নেতৃত্ব যদি সাধারণ মানুষের হাতে চলে যায়, আর তারা ওলামায়ে কেরাম, চিন্তাশীল এবং জিহাদী কাফেলায় অগ্রগামী ব্যক্তিদের সম্মান মর্যাদা দূরে ঠেলে দিয়ে নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তার মাধ্যমে ফায়সালা করতে শুরু করে, তাহলে জিহাদ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। জিহাদের ময়দান চিন্তা ও গবেষণা শূন্য হয়ে পড়বে। উম্মাহ নেতৃত্বহীন হয়ে পড়বে।

জিহাদের ময়দানে লাগামহীনতা

জিহাদী আন্দোলন ও জিহাদী তানজীমে চিন্তা-চেতনা, উত্তম চরিত্র ও আত্মশুদ্ধির মারহালা অতিক্রম না করে অনায়াসে অংশগ্রহণ করাটাও জিহাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এমনটা তখনই হয়ে থাকে, যখন মানুষ সুশৃঙ্খল নেতৃত্বের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যায়, লাগামহীন ভাবে জিহাদের কাজ করতে থাকে। এই লাগামহীনতার ফলে মানুষ অধিকাংশ সময় জিহাদের ফল ভোগ করতে তাড়াহুড়া করে। এর ফলে কখনো কখনো জিহাদের উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে জনবল বৃদ্ধি ও অন্য জিহাদী দলের সামনে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন। এ ব্যাধিতে মানুষ আক্রান্ত হয় ঐ সময়, যখন লোক সমাগমকে জিহাদের উদ্দেশ্য মনে করে ঢালাও ভাবে মানুষকে জিহাদে দীক্ষিত করতে থাকে। অতঃপর ঐ বে-তারবিয়াতি লোকদের মাধ্যমে নিজের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শকে জিহাদের ময়দানে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। ফলে জিহাদের উদ্দেশ্য ও কামিয়াবি ধ্বংস হয়ে যায়।

হে ভাই!

আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত জরুরী। তিনি কিভাবে উম্মাহের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য লোক তৈরি করেছেন? কিভাবে তাদেরকে পবিত্র ও মজবুত বুনিয়াদির উপর প্রস্তুত করেছেন? তাদের গঠন করতে গিয়ে কি পরিমাণ কষ্ট তাকে পোহাতে হয়েছে? এ সকল বিষয় বারবার স্মরণ করা ও অনুশীলন করা দরকার।

দলীয় মনোভাব

দলীয় মনোভাবও জিহাদের ময়দানের জন্য ভয়ানক এক ব্যাধি। মুজাহিদীনের মাঝে যখন তা বৃদ্ধি পায়, তখন কোন কল্যাণকামীর নসিহত ও উপদেশ তাদের ভালো লাগে না। বরং এটাকে শত্রুর কৌশল মনে করে।

মুজাহিদীনের মাঝে এ ব্যাধি আসার মূল কারণ হলো - আত্মপূজা, বাড়াবাড়ি, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং নিজ মানহাজকে সকল দলের জন্য একমাত্র উপযোগী মানহাজ মনে করা। এ ব্যাধির বিষাক্ত প্রভাবে মুজাহিদীনের অন্তরের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তখন কারো কোন উপদেশ, পরামর্শ বা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। বরং উপদেশ দেওয়াকে শত্রুর ধোঁকা ও কৌশল মনে করে।

আর যখন জিহাদী মিডিয়ায় নিজের দলের নাম প্রকাশ করা হয়, তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। আসল কথা হচ্ছে, নিজের এ দলীয় মনোভাব ও আত্মপূজা জিহাদী কাজে ক্ষতি ছাড়া আর কিছু বয়ে আনে না।

জনসাধারণের আস্থা অর্জনে মুজাহিদীনের দুর্বলতা

এটা জানা কথা যে, জিহাদের মূল উদ্দেশ্য শুধু কঠোরতা ও ভয়-ভীতি সৃষ্টি নয়। জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু প্রতিশোধ নেওয়া নয়। বরং জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য তো উম্মাহকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করা। আর তখনই এইটি একটি ইবাদতে পরিণত হয়। তাই আমাদের জিহাদের উদ্দেশ্যটা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিহাদের উদ্দেশ্যের মতোই হওয়া চাই। জিহাদের বিশেষ একটি উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শরিয়াহ কায়েম করা। যদি এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য আ'ম জনসাধারণের সাহায্য ও সমর্থন হাসিল করা না যায়, তবে এ জিহাদ উম্মাহের অবস্থা পরিবর্তনে কোন ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে না। মুজাহিদরা যখনই মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে জনসাধারণকে পরিত্যাগ করেছে তখনই তাদের সে যুদ্ধ বিফল হয়েছে।

আমরা একটু লক্ষ্য করি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর একজন প্রিয় রাসুল। দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে তার কোন রকম কষ্ট করার প্রয়োজন ছিল না। আসমানের হাজার হাজার ফেরেশতা তাকে সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত থাকতো। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতিও ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় সাহাবায়ে কেরামকে দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিতেন। নিজেই বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়ে গিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা চাইতেন ও দাওয়াত দিতেন। এক সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনাবাসীর জনসমর্থন পেয়ে যান। সেখান থেকে তিনি দ্বীনের সকল কাজের আঞ্জাম দেয়া শুরু করেন। এভাবেই দৃঢ়তার সাথে কাফেরদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিলেন।

কিন্তু আমাদের মুজাহিদীনদের অবস্থা হলো, তারা জিহাদী কাজের জন্য জনসমর্থনের কোন গুরুত্ব দেয়না। নিজেদের শুকনো জযবার শক্তিতে জিহাদকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে চায়। এতে জনগণের প্রতি কিঞ্চিৎ পরিমাণও লক্ষ্য করা হয় না। পরিশেষে, দুশমনদের দিকে অস্ত্র তাক করার পরিবর্তে জনসাধারণের দিকেই অস্ত্র তাক করে। আর এতে দুশমনদের আসল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। দুশমনরা তখন মুজাহিদীনদের উপর বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা চালাতে থাকে। এর জের ধরে জনগণের উপর মুজাহিদরা আক্রমণ করতে

শুরু করে। জনগণের জান-মাল নিজেদের জন্য হালাল মনে করতে থাকে। পরিশেষে, প্রকৃত জিহাদ থেকে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন।

একথা ঠিক যে, মুজাহিদীনদের উপর সাহায্য আসে তাদের ইখলাসের ভিত্তিতে।

প্রকৃতপক্ষে মুজাহিদগণ যদি জনগণকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানায়, নিজেদের প্রতি জনসমর্থন যুগিয়ে কীভাবে দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয় সেটা বুঝতে না পারলে সফলতা পাওয়া দুষ্কর। বৃহত্তম কোন স্বার্থে কখন অন্যায় প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে অথবা কখন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ছেড়ে দিতে হয়, এসকল বিষয় যতক্ষণ পর্যন্ত মুজাহিদগণ উপলব্ধি করতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদের কামিয়াবি অর্জন করতে পারবে না।

জিহাদের ময়দানে ব্যক্তির সম্মান ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা অতি জরুরী।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাই কীভাবে তিনি মুনাফিকদের সরদার আব্দুল্লাহ বিন ওবাই বিন সালুলের সাথে আচরণ করেছেন! অথচ এই মুনাফিক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে সদা মিথ্যাচার করতো, দোষ বলে বেড়াতো। কুরআনে তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"তারা (মুনাফিকরা) বলে আমরা যদি মদিনায় ফিরে যাই, তবে সম্মানিত ব্যক্তিদের রেখে লাঞ্চিতদেরকে বের করা হবে। (আল্লাহ তা'আলা বলেন) সকল সম্মান ও মর্যাদা কেবল আল্লাহ ও তার রাসুল এবং সকল মুমিনদের জন্য। অথচ তারা জানেনা"। (সুরা মুনাফিক্বুন ৬৩:৮)

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমাকে অনুমতি দেন এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই"। নবীজি বললেন, "তাকে তার মতো ছেড়ে দাও। কেননা মানুষ যেনো একথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মাদ তার নিজের লোকদের গর্দান উড়িয়ে দিয়েছে"।

সুতরাং আমাদের মুজাহিদীনদেরও জনসাধারণের সাথে এমন আচরণ করা উচিৎ। তারা যেনো কখনো একথা বলতে না পারে যে, মুজাহিদীনরা জনগণের হাট-বাজারে আক্রমণ করছে। দুশমনদের নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করছে।

হে ভাই!

এবিষয়টি একটু ভালো করে উপলব্ধি করা দরকার যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এক মুনাফিকের নেফাক স্পষ্ট হওয়ার পরেও তিনি তাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তার একমাত্র কারণ ছিল, দুশমনরা যেন এর মাধ্যমে আঙ্গুল উঠানোর সুযোগ না পায়।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, মুজাহিদগণ কোনো কাজ করার আগে বিষয়টি নিয়ে আরো একবার ভেবে নেওয়া একান্ত কর্তব্য। ইসলাম ও জিহাদের দাওয়াত এমন ভাবে দেওয়া চাই, যেন সাধারণ মানুষের অন্তর তা গ্রহণ করতে পারে। তাদের জন্য তৃপ্তি ও প্রশান্তির কারণ হয়। কেননা যে "ইসলাম" নামের উপর মুজাহিদীনরা আজ জিহাদ করছে তা তো শান্তি, নিরাপত্তা, দয়া ও অনুগ্রহের এক বিশাল প্রাসাদ। যার একমাত্র সিঁড়ি হলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿106﴾

"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি"। (সূরা আম্বিয়া -১০৭)

পাশাপাশি উম্মাহের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে –

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿110﴾

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী"। (সূরা আলে ইমরান -১১০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন –

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিতই এইটা কঠোরতম বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ, মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুণাময়। (সূরা আল-বাকারা -১৪৩)

"উম্মতে ওয়াসাত" অর্থ হলো - সেই উম্মত যাদেরকে মানুষ সাদরে গ্রহণ করে। তাই মুজাহিদীনের জন্য উচিৎ জিহাদী মন-মানসিকতা মধ্যপন্থী চিন্তা চেতনার উপরই প্রতিষ্ঠা করা। একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, মুসলিম উম্মাহ তাদের জিহাদী ইতিহাসে খুব কম রক্ত জড়িয়ে, মানুষের মন জয় করে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছে।

জিহাদের কাজ ও পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হবে, দুশমনদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করা। জিহাদের এমন উসূলও গ্রহণ করা উচিৎ নয়। অবশ্যই ভয়-ভীতি প্রদর্শন করতে হবে। তবে এটাকেই জিহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বানানো কখনো ঠিক হবে না।

প্রকৃত জিহাদ হলো, একটি সত্যিকারের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা যা

কল্যাণ ও রহমতে ভরপুর! জিহাদই পৃথিবীর বুকে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে! আল্লাহকে অস্বীকারকারী মুরতাদদের হাত থেকে মজলুম উম্মাহকে মুক্ত করে। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাহকে কল্যাণের নিদর্শন বানিয়েছেন। তাই যে সব বিষয় এই উম্মাহের, বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে ভালো মনে হয় সেটি উম্মাহের কল্যাণের নিদর্শন। আবার এর বিপরীতও হতে পারে।

যেমন - হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "শরিয়তের যে কাজটা দ্বীনদার আ'ম জনসাধারণের কাছে ভালো মনে হয়, সেটি আল্লাহ তা'আলার কাছেও ভালো হিসেবেই বিবেচিত হয়"। -মুসনাদে আহমদ

এমনি ভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনসাধারণের মাঝে গ্রহণযোগ্য এবং উম্মাহের কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের ব্যাপারে প্রথম সুসংবাদ দান করেছেন। শুধুমাত্র শক্তি ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে কখনো জিহাদে সফলতা অর্জন করা যায় না। বরং ক্ষমা, ইহসান, নম্র আচরণ এবং সুন্দর কথাবার্তার মাধ্যমে উম্মাহের মন জয় করতে হবে। আমরা কি এ আদর্শ গ্রহণ করতে পারবো? না কি ঐ অভিশপ্তদের কাতারে পড়ে যাবো।

যাদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
"সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসক সেই, যে নিজ জনগণের প্রতি অভিশম্পাত করে আর তারাও তাকে অভিসম্পাত করে"।

তাই নিজের জিহাদী দাওয়াতের অবস্থান ও তার গুরুত্ব উপলব্ধি করা অত্যন্ত জরুরী বিষয়।

জিহাদের মারহালা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ফলাফল অর্জনে তাড়াহুড়া করা।

আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দিষ্ট একটা সময় অতিক্রম করার পর নবুওয়াত দান করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদের প্রতিটি মারহালার সাথে সম্পর্কীয় বিষয়গুলো উম্মাহকে শিক্ষা দিয়েছেন। তা অনুযায়ী সামরিক বাহিনী প্রস্তুত করেছেন।

এজন্য জরুরী হল ধীরে ধীরে জিহাদের ধাপগুলো অতিক্রম করা। মারহালা বা ধাপ অতিক্রম না করে কোন জিনিস পাওয়ার আশা করা ঠিক নয়। যেমন বলা হয়েছে – "সময় আসার পূর্বে কোন জিনিস পেতে তাড়াহুড়া করার অর্থ হলো সে জিনিস থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা"।

জিহাদ কখনো তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না যতক্ষণ না তা নির্দিষ্ট মারহালা অতিক্রম করবে। যেমন - ইদাদ, নিরাপত্তা, দাওয়াত, প্রকাশ্য দাওয়াত, দুশমনদের পক্ষ থেকে প্রাথমিক মোকাবেলা প্রতিহত করার জন্য ছোট ছোট সামরিক হামলা পরিচালনা ইত্যাদি। সেইসাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোর উপর নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, শহরের দিকে অগ্রসর, দখল এবং শরিয়াহ বাস্তবায়ন ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এজন্য মুজাহিদীনের জন্য অত্যাবশ্যক হলো, মারহালা অনুযায়ী নিজেকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করা। আর যদি মুজাহিদীন মারহালা সম্পর্কে কোন জ্ঞান না রাখে এবং সময় হওয়ার পূর্বেই সামনের দিকে অগ্রসর হতে চায়, তবে তার ফলাফল হবে জিহাদের শুরুতেই যেনো বিজয় ও সফলতা থেকে নিজের হাত ধুয়ে ফেলা। এমনি ভাবে প্রত্যেক মারহালা অনুযায়ী লোকদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করাও অতি জরুরী। দু:খ-কষ্টের মারহালা আর বিজয়ের অনুভূতি কখনো এক নয়। তবে একটা বিষয় ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার যে, দু:খ-কষ্টের কারণে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং খোশামুদির পেছনে পরার ইচ্ছা যেনো কখনো না আসে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত থেকে আমরা এবিষয়ের শিক্ষা পাই। যেমন হুদাইবিয়ার সন্ধি। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা সাহাবায়ে কেরাম পরাজয় ও অপমানের কারণ হিসেবে দেখলেও, সাত আসমানের উপর থেকে ওহী নাযিল হয়েছে যে, ইহা স্পষ্ট বিজয়। উক্ত সন্ধির ফলে যে সকল কাফেররা ইতিপূর্বে মুজাহিদীনদের আলাদা কোন শক্তি মনে করতো না, এখন তারাও মুজাহিদীনদেরকে আলাদা এক শক্তি মনে করা শুরু করলো। চুক্তি হয়েছে শুধু জাযিরাতুল আরব নিয়ে। এ সুযোগে মুজাহিদগণ ইসলামের দাওয়াতকে বহির্বিশ্বের গ্রাম্য বেদুইন এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। আর এভাবেই মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম রোম সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

মুজাহিদীনের আদর্শ

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে ইরশাদ করেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"নিশ্চয় আপনি উত্তম আদর্শের উঁচু আসনে সমাসীন।" (সুরা কালাম ৬৮:৪)

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নিজের ব্যাপারে ইরশাদ করেন,

"উত্তম আদর্শের পূর্ণাঙ্গরূপ দানে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে"। -মুসনাদে আহমদ হাদিস নং - ৮৭২৯

কোরআন মাজিদেও তাওহিদের আলোচনার পর ইয়াতিমের লালন পালন, তাদের উপর অনুগ্রহ করা, মেহমানের সম্মান করা, পেরেশান ব্যক্তির পেরেশানি দূর করা, মিসকিনকে খানা খাওয়ানো ইত্যাদির আলোচনা এসেছে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণে গুণান্বিত হওয়া আমাদের মুজাহিদীনের জন্য জরুরী। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর ঐ সকল লোকদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় চাচার কলিজা চিবিয়েছিল, মুসলমানের উপর বিভিন্ন প্রকারের জুলুম করেছিল। তাই মুজাহিদীনের জন্য উত্তম চরিত্র গঠন করা একান্ত কর্তব্য। বিজয়ের পর উম্মাহের অন্তর যেনো তাদের কাজ বা ব্যবহার দ্বারা কখনো কষ্ট না পায়। আর মুজাহিদীনদের অবস্থা যদি এমন হয় যে, তারা সম্মানিত ব্যক্তিদের যথাযথ সম্মান দেয় না, লোকদের সাথে তাদের

অবস্থা অনুযায়ী আচরণ করে না, পাওনাদারের পাওনা আদায় করে না, সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে তেমন কোন খোজ-খবর রাখে না, তবে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। যা উম্মাহকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার দ্বীনকে সকল উত্তম আদর্শের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন। তাই মুজাহিদীনের জন্য উচিৎ, জিহাদের মতো মহান ইবাদতের পাশাপাশি নিজেকে সকল উত্তম আদর্শে আদর্শবান করে তোলা। এমনিভাবে নেতৃত্বের জন্যও এটা ফরজ বিষয় যে, নিজের অনুসারীদেরকে উত্তম আদর্শ শিক্ষা দেওয়া। যেনো মুসলিম উম্মাহ চলাফেরা, লেনদেন, আচার-ব্যবহারে ইসলামের উত্তম আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে পারে। মুজাহিদগণ যদি এসব গুন অর্জন করতে পারে, তবে আশা করা যায় যে, সকল মুসলমান মুজাহিদীনের জন্য নিজেদেরকে উজাড় করে দিবে ইনশাআল্লাহ।

স্বাভাবিক অবস্থা এবং যুদ্ধাবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকা

মুজাহিদীনের জন্য আরেকটা বিষয়ে অবগত থাকা দরকার তা হলো - সময়ের প্রেক্ষাপট। যুদ্ধের প্রতিটি স্তর, শত্রুদের পরিকল্পনা, তাদের কূটকৌশল এবং এ থেকে উত্তরণের উপায় কি, সে বিষয়ে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করা জরুরী। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীকে বিশেষ কিছু নিয়ম-নীতির উপর সৃষ্টি করেছেন। যারা তা মেনে চলবে, যথাস্থানে প্রয়োগ করবে, তারা নিজ কাজে সফলতা অর্জন করবে। আর যারা এর বিপরীত করবে, তারা নিশ্চয় বিপথগামী হবে। এমনকি নবী আলাইহিস সালামগণকেও যুদ্ধের ক্ষেত্রে এসকল নিয়ম-নীতি রক্ষা করতে বলা হয়েছে। যেনো তারা তাতে সফলতা অর্জন করতে পারে। এ নিয়মে ঘাটতির ফলেই ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের উপর সাময়িক বিপদ নেমে এসেছিল। যার বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা কোরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন যে,

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَـٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"যখন তোমাদের উপর এমন বিপদ নেমে আসে যেরূপ তোমরাও তাদের প্রতি দ্বিগুণ পৌঁছিয়ে ছিলে, তখন তোমরা বলছিলে এটা কোথা থেকে আসলো? তুমি বলে দাও তোমাদের নিজেদের পক্ষ থেকেই। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (সুরা ইমরান ৩:১৬৫)

আমরা জানি যে, ওহুদ যুদ্ধে কয়েকজন সাহাবী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম পরিপূর্ণ ভাবে পালন না করার ফলে এমন বিপদ নেমে এসেছিল।

এজন্য মুজাহিদীনের জন্য অজ্ঞতার কোন সুযোগ নেই। কারণ এতে সবচেয়ে বেশি ফায়দা লুটে নেয় দুশমনরা। যখন মুজাহিদগণ জিহাদের সঠিক পদ্ধতি উপলব্ধি করবে না এবং দুশমনদের কূটকৌশল থেকে বেখবর থাকবে, এমনটা করা মুজাহিদীনদের জন্য খারাপ পরিণতি বয়ে আনবে। বরং কখনো কখনো অবস্থা এমন হয় যে, মুজাহিদীনের অজ্ঞতার দরুন দুশমনরা মুজাহিদীনদের কৌশল দিয়েই মুজাহিদীনদেরকে গায়েল করে।

তাই মুজাহিদগণ বুদ্ধি বিচক্ষণতার সাথে স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক শত্রু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত থাকবে। শত্রুর কৌশলগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে এর মোকাবেলায় নিখুঁত পরিকল্পনা বানাবে। শত্রুর অবস্থা ও তার পরিচয় ভালো করে জানবে। কেননা শত্রুর অবস্থা জানতে পারাই যুদ্ধের আসল শক্তি।

মুমিন কখনো মূর্খ ও অজ্ঞ হয় না। সে তার চারপাশে চোখ-কান খোলা রেখে চলে। জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও উন্নত চিন্তার অধিকারী হবে। তার বুদ্ধি ও পরিকল্পনার দ্বারা দুশমনদের কৌশল দুশমনদের উপরই বাস্তবায়ন করবে।

সঠিক উপলব্ধির মাধ্যমে শরিয়তের বিধিবিধান কার্যকর করা

একবার এক আলেম মুজাহিদ অন্যান্য মুজাহিদীনের মজলিশে এক মদখোরের দৃষ্টান্ত পেশ করেন। তিনি বলেন, "এক মদখোর মদ পান করে মাতাল অবস্থায় রাস্তার পাশে পরে ছিল। তার অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়! একেবারে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। তো, এ অবস্থায় এক মুজাহিদ তাকে দেখে ফেলে। এখন বলুন, এ মুজাহিদ মদখোরের সাথে কেমন আচরণ করবে? সে কি তাকে পানি পান করাবে নাকি তার উপর মদের হদ কায়েম করবে? এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার কি হুকুম তার উপর বাস্তবায়ন করা হবে? পানি পান করাবে নাকি হদ জারি করবে? কেননা উভয়টা বাস্তবায়ন করার সুযোগ আছে। তো শরয়ী জ্ঞানে অনভিজ্ঞ মুজাহিদ ভাই হদ কায়েম করলো। এতে লোকটি মারা গেল। এখন তার ফলাফল কি দাঁড়ালো? একজন মুজাহিদের বেত্রাঘাতে একজন মুসলিম মারা গেলো। শরিয়তের বিধান হলো, মদের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত, মেরে ফেলা নয়। কিন্তু লোকটি তো আঘাতে মারা গেছে। এতে মুজাহিদের উপর 'দিয়ত' ওয়াজিব হলো"।

মুজাহিদগণের এই দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিৎ যে, শুধু হদ কায়েম করার দ্বারাই শরিয়াহ বাস্তবায়ন করা যায় না। বরং 'হদ' তো শরিয়ার ক্ষুদ্র একটি বিষয় যা কখনো সন্দেহ-সংশয় ও সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে রহিত হয়ে যায়। প্রকৃত শরিয়ত হলো, আল্লাহর ইবাদতকে মানুষের জন্য সহজ করা। ইবাদতে বাধা দান করে এমন সকল বিষয় দূরীভূত করা।

শরিয়ত তো হলো, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দেওয়া, পবিত্র জীবন অতিবাহিত করার সুযোগ করে দেওয়া। গরীব মিসকিনের মাথায় হাত বুলানো, ইয়াতিম ও বিধবাদেরকে দেখাশুনা করা। 'আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার' করা, আল্লাহর অবাধ্যদেরকে তার পথে নিয়ে আসা। মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা এবং কুফফারদের সাথে শত্রুতা রাখা। মুসলিম ভূমি প্রতিরক্ষা করা। উম্মাহের জিম্মাদার মুজাহিদীনের পক্ষ থেকে সাধারণ মুসলিমদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা। রাষ্ট্রীয় কুফর ও তার মিত্রদের গড়া শিক্ষাব্যবস্থাকে ছুড়ে ফেলে দ্বীনি শিক্ষার প্রচার ঘটানো। দ্বীন ও শিআরে দ্বীনের গালমন্দকারীদের জিহ্বা উপড়ে ফেলা।

আম জনসাধারণকে ধমক দেওয়া, তাদের মাঝে বংশীয় পার্থক্য সৃষ্টি করা, তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু জিহাদের ক্ষেত্রে প্রাধান্য না দেওয়া ইত্যাদি বিষয় মুজাহিদগণকে জনগণ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। সেই সময় মুজাহিদীনদের মুখে ইসলামী কোন শ্লোগান থাকলেও তারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাই মুজাহিদগণের উচিৎ শরিয়তের সঠিক বুঝ অর্জন করা। এইজন্য জরুরী, যেন নিজেদের পবিত্র শ্লোগান তথা "হয়তো শরিয়ত, নয়তো শাহাদাত" সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং জিহাদী কাফেলাকে যেন আরো সামনে অগ্রসর করা যায়।
আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদীনের কাজে বারাকাহ দান করুন। আমীন।

উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহ. এর সাথে কিছুক্ষণ (পর্ব-০৬)

মূল: মুইনুদ্দিন শামী

অনুবাদ: মুহাম্মাদ আখতারুজ্জামান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা নিঃসন্দেহে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই, যিনি আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরই আল্লাহ্। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাদের মৃত্যু দান করেন। নিঃসন্দেহে তিনি জীবন ও মরণ এজন্যই সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তিনি দেখে নিতে পারেন যে আমাদের মধ্যে থেকে কে উত্তম আমল করে?

নোট: উক্ত আলোচনায় যেখানেই 'উস্তাদ' বা 'উস্তাদজী' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ 'শহীদ আলেমে রব্বানী উস্তাদ আহমাদ ফারুক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

পান্থশালায় উস্তাদজীর দরস

হিজরী ১৪৩২ সালের দুই তারিখ ছিল। মুসা ভাই আমাদেরকে সকাল হতেই মিরানশাহ্ বাজারের এক পান্থশালা বা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন। উক্ত রেস্টুরেন্টটি দু'কামরা বিশিষ্ট এবং কারুকার্য খচিত মনোরম পরিবেশের ছিল। সেখানে পৌঁছে দেখি সাথীদের আসা যাওয়া অব্যাহত রয়েছে।

কিছুক্ষণ পর উদ্দিষ্ট সাথীরা একত্রিত হয়ে যায় এবং অন্যান্য সাথীরা চলে যায়। আমরা দশ এগারো সাথী উস্তাদের সামনে দু'জানু হয়ে বসে থাকি। উস্তাদজী (রহ.) তার অভ্যাস অনুযায়ী ঠোঁট কামড়াতে ছিলেন। মুখে স্ফীত হাঁসি, মাথাকে হালকা ঝুঁকিয়ে, আস্তে আস্তে শ্বাস নিচ্ছিলেন এবং নিচের দিকে দেখতে ছিলেন।

ঐ দিন আমাদের দাওরায়ে শরিয়্যাহ্ শুরু হয়েছিল। তদনুযায়ী সামনের দরসগুলো এবং সে সময়কার কর্মগুলোর বিষয়ে আলোচনা করতেই উস্তাদজী (রহ.) আমাদের মাঝে তাশরীফ আনেন।

লেখকের হৃদয়ের আকুতি!

ঐ দিনের দাওরাতে অংশগ্রহণকারী অনেকেই আজ শাহাদত বরণ করে (তাদের সৎকর্ম ও খোদাভীতি যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সেই ধারনা অনুযায়ী, কিন্তু বাস্তব অবস্থাতো আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন) উস্তাদজী (রহ.)-এর মতো সবুজ পাখি হয়ে জান্নাতের কাননসমূহে উড়ছেন, কেউ জান্নাতের ঝরনা সমূহের ডুবুরী হয়েছে, কেই আজ ইউসূফ আঃ এর সুন্নাহ্ পালনে জালিমের জিন্দানখানায় বন্দি রয়েছেন, কেউবা শিয়াবে আবী তালেবের মতো জেলখানায় ভিনদেশীদের মতো "আল্লাহ্ এক" বলার অপরাধে বন্দি রয়েছেন, আর আমাদের মতো যাদেরকে আল্লাহ্ জীবিত রেখেছেন (আল্লাহ্ তাদেরকে যেন ঈমান ও জিহাদের উপর দৃঢ় থেকে শাহাদাতের মৃত্যু নসীব করেন-আমীন)। আবার দু-একজন তার থেকেও দূরে চলে গিয়েছে অর্থাৎ জিহাদের পথ থেকে দূরে সরে গেছে। যারা জিহাদের পথ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলছেন, তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাইছি; হয়তোবা হৃদয়ের কোন শব্দমালা এমন হয়ে যেতে পারে, কোন অজানা তথ্য বের হয়ে আসতে পারে, অথবা এমন কোন আবেগ জাগ্রত হতে পারে যার ফলে তারা পুনরায় আমাদের বাহনের সাথী হয়ে যায়।

হে জিহাদ বিচ্যুত পথিক! অমৃত স্বাদের সন্ধান পেয়ে কোথায় ঘুরছো? অস্থির জীবনের দিকে কেন চলছো? তোমরা ভালো করেই জান যে, আমরা তোমাদেরকে ছাড়া কখনো শান্ত থাকতে পারিনা। এমন কোন দিন অতিবাহিত হতো না যে, আমাদের অন্তর তোমাদের সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করেনি। আর তোমাদের ও আমাদের মিলনের একমাত্র আনন্দের পথ যাকে 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' বলা হয়।

হে পথিক! আমাদের বিচ্ছেদ বন্ধু! আমাদের চোখের শিশির দেখ! অহেতুক কথা বলতে চাইনা... কিন্তু ব্যথিত অন্তরের কিছু কষ্ট শোনাতে চাই... হৃদয়ের গভীর থেকে কিছু বলতে চাই;

হে অপরিণামদর্শী! তুমিতো কাঁচের প্রাসাদে অবস্থান করছ, কিন্তু ঐখানে যেন তোমার হৃদয় স্থির হয়ে না যায়....

হে আবাবিল! সম্মান ও মর্যাদার পথে ফিরে এসো।

উস্তাদজীর ইলম অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ

উস্তাদজী (রহ.) মাথা উঠালেন এবং বিসমিল্লাহ্ বলে আলোচনা শুরু করলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দুরূদ পাঠের পরে বললেন যে, আমরা আজকে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে একত্রিত হয়েছি। সে উদ্দেশ্য হলো দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা এবং এ দাওরা দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের একেবারে সাধারণ একটি বিষয়, প্রাথমিক অবস্থা।

হযরত উস্তাদজী (রহ.) একটা কথা প্রায়শ বলতেন যে, দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়তো বটেই বরং মুজাহিদীনদের জন্য অধিক প্রয়োজনীয় বিষয়। প্রথমত; মুজাহিদীনের উপর উম্মাহর জিম্মাদারী, মুসলিম উম্মাহর সফলতা ও ইসলাহের দায়িত্ব। দ্বিতীয়ত; জিহাদ আর জিহাদের ময়দানে প্রত্যেকটি বিষয়াদির অনুধাবন করা যে, এক্ষেত্রে দ্বীনের দাওয়াতের বড় বড় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে, আছে কিতালের দিকনির্দেশনা, রাজনৈতিক বিষয়াদি, কার সাথে চুক্তি করা বৈধ আর কার সাথে অবৈধ। এজন্য মুজাহিদীনদের ইলমে দ্বীন অর্জন করা অধিক জরুরী হয়ে থাকে।

উস্তাদজী (রহ.) এর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে শায়েখ ইবরাহীম রবীশ (রহ.) এর একটি কথা উল্লেখ করা ভালো মনে করছি। তিনি বলেন, "সঠিক কথা হলো জিহাদ এবং ইলমে দ্বীন অর্জন করার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, একটি আরেকটির সম্পূরক। আল্লাহর পথের মুজাহিদের জন্য জরুরী হলো পবিত্র শরীয়তের ইলমের প্রতি ধাবিত হবে, ঠিক তেমনিভাবে যেভাবে একজন তালিবুল ইলমের উদ্দেশ্য এমন হবে যে, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতেছে।

যদি আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং হযরতে সাহাবায়ে (রা.)দের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তাহলে আমরা সকল সাহাবাদেরকে এ বিষয়ের উপর দেখতে পাবো যে, তারা ইলম তথা দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করেছেন। তারপরে অতিরিক্ত আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে, আল্লাহর শরীয়তের ইলম খোদাভীতির পথে চলতে সহায়তা করে, যেমনিভাবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী:-

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহকে তার বান্দাদের মধ্যে থেকে তারাই বেশি ভয় করে, যারা ইলমের ধারক বাহক"। (সূরা ফাতির-২৮)

আর এ কথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ তা'আলার ভয় আল্লাহর পথে জিহাদ করার মাধ্যমে অর্জিত হয়!

যেমনিভাবে উস্তাদজী (রহ.) অধিকাংশ সময় বলতেন যে, আমিরুল মু'মিনীন সায়্যিদিনা হযরত উমার রা. বলতেন-

تفقهوا قبل أن تسودوا

'ইলম অর্জন কর তোমাকে নেতা (জিম্মাদার) বানিয়ে দেওয়ার পূর্বে' (দারা-কুতনী)।

এরপর উস্তাদজী (রহ.) বলেন যে, হযরত উমার রা. এর উক্ত বাণীকে 'আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদিস' শিরোনামে উল্লেখ করে ইমাম বুখারী (আল্লাহ তার কবরকে নূর দ্বারা পূর্ণ করে দিন) বলেন- 'আমি বলতেছি যে, ইলম অর্জনের পরই যেন তোমাকে নেতা (জিম্মাদার) বানানো হয়।' তাই হযরত উস্তাদজী (রহ.) ইলমে দ্বীন অর্জনের উপর খুবই গুরুত্ব দিতেন।

উক্ত দাওরাতে উস্তাদজী (রহ.) যা কিছু শিখালেন এবং পড়ালেন সম্ভবত এ মজলিসটি তার উপযোগী ছিলনা। কেননা 'ইরাদাতুস সাহাব- বর্রে ছগীরের কিছু প্রিয়জনেরা উস্তাদজীর (রহ.) দাওরায়ে শরিয়্যাহ্ এর প্রচার-প্রচারণা শুরু করতে যাচ্ছিলেন, সম্ভবত সে কারণে ছুটির ঘণ্টা বেজে যায়। আল্লাহ্ পাক যেন পুনরায় উক্ত দাওরার ধারাবাহিকতা জারি করেন। যাতে করে মুজাহিদীন ও তালিবুল ইলমদের জন্য ফয়জ ও দিকনির্দেশনার মাইলফলক উন্মোচিত হয়।

দাওরার কার্যাবলীঃ তাজবীদুল কুরআন শিক্ষা

উক্ত দাওরাতে হযরত উস্তাদজী (রহ.) আমাদেরকে প্রতিদিনের রুটিন এভাবে করেছিলেন যে, ফজরের নামাজের পরেই তাজবীদের দরস্ হতো। উক্ত তাজবীদের দরসের জন্য উস্তাদজী (রহ.) এগারোটি সূরা নির্বাচিত করেছিলেন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা এবং শেষের দশ সূরা তথা সূরায়ে ফীল থেকে সূরায়ে নাস। উক্ত এগারোটি সূরা আমাদেরকে দু'ভাবে পড়াতেন; যথা- এক. তাজবীদ উল্লেখ না করেই তাজবীদের সাথে পরে এভাবেই হিফজ বা মুখস্থ করাতেন। দুই. তাজবীদ উল্লেখ করে পড়াতেন যাতে করে পূর্ণ কুরআনুল কারীম পড়ার সময় কাজে লাগে। যে সকল উদাহরণ উক্ত এগারো সূরাতে নেই, সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলে দিতেন।

নাস্তা

তাজবীদের দরস্ শেষ হওয়ার পরে ছুটি হয়ে যেত। যে সকল সাথীদের নাস্তা বানানোর জিম্মাদারী ছিল তারা নাস্তা তৈরির কাজে চলে যান। আর বাকিরা আযকারের মধ্যে মশগুল হয়ে যেতেন অথবা কোন নফল যেমন, ইশরাকের নামাযে লিপ্ত হতেন। কেউবা খোশ গল্পে আবার কেউ পিছনের পড়া ঠিক করতে থাকতেন। কেননা, উস্তাদজী (রহ.) প্রতিদিন পূর্বের পড়া থেকে লিখিত পরীক্ষা নিতে

নাস্তা শেষ করে দস্তরখান তুলে নেওয়া হলে উস্তাদজী (রহ.) স্বীয় হাজত পুরা করতে উঠে যেতেন, তারপর ওযু করে কিছু নফল আদায় করে আবার দরসে তাশরীফ আনতেন।

মাসনূন দূ'আ শিক্ষা

এ সময়ে মাসনূন দূ'আ সমূহ মুখস্থ করাতেন। উস্তাদজী (রহ.) 'হিসনুল মুসলিম' তথা 'মুসলিমের দূর্গ' নামক কিতাব থেকে ফরজ নামাযান্তের সুন্নাত দূ'আ, খানা-পিনার সময়কার দূ'আ, ইস্তেঞ্জায় আসা যাওয়ার দূ'আ, ঘুমানোর ও ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দূ'আ মুখস্থ করাতেন। সকাল-সন্ধ্যার দূ'আ মুখস্থ করাতেন না। যেহেতু সাধারণত জিহাদের ময়দানে যাওয়ার পূর্বে অর্থাৎ 'দাওরায়ে তাসিসী' বা 'বেসিক ট্রেনিং' চলাকালীন সময়ে সকাল-সন্ধ্যার দূ'আ সমূহ মুখস্থ করানো হয়ে থাকে।

পরীক্ষা গ্রহণ

উক্ত দরসের পরে পরীক্ষা হতো। সামনে টানিয়ে রাখা হোয়াইট বোর্ড-এ উস্তাদজী (রহ.) মার্কার পেন দিয়ে প্রশ্নাবলী লিখে দিয়ে দরসগাহ্ থেকে চলে যেতেন। উত্তর লেখার জন্য আনুমানিক আধা ঘণ্টার মতো সময় পাওয়া যেত। তারপরে তিনি এসে উত্তরপত্রগুলো একত্রিত করে নিজের থাকার রুমে নিয়ে রেখে দিতেন। পরে সুযোগ মতো উক্ত উত্তরপত্র দেখে নম্বর দিয়ে দিতেন। এভাবে ধারাবাহিক ভাবে দরস্ চলতে থাকে।

যোহরের নামায ও খানা বিহীন কাইলূলাহ্!

উক্ত দরস্ যোহরের নামাযের এক ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে। সবক শেষ হওয়া এবং যোহরের নামাযের মাঝের সময়ে সাথীরা 'কাইলুলা' বা সামান্য বিশ্রাম করে যোহরের নামায আদায় করতেন। নির্ধারিত সময়ে নামায আদায়ের ব্যাপারে খুবই কঠোরতা প্রয়োগ করা হতো। এমনকি কিছু সাথীরা পরস্পরের সাথে ঘড়ির সময় মিলিয়ে নিতেন, যাতে করে কেউ যেন নামাযে দেরি করে না আসে। উস্তাদজী (রহ.) দাওরার শুরুতেই পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতেন যে, দুপুরে কোন খাবার হবে না। বরং হালকা নাস্তা বা জলখাবারের ব্যবস্থা করা হবে। যা কোন একজন সাথীর মাধ্যমে বাজার থেকে আনা হতো এবং সাথে চায়ের ব্যবস্থা করা হতো। উক্ত জলখাবারের পরে আবার দরসে গিয়ে আসর পর্যন্ত সবক পড়ানোর কাজ চলতে থাকতো। আসরের নামায আদায় করে পুনরায় দরসে বসতে হতো। এই ছিল নির্ধারিত আমল সমূহ যে, আসরের নামাযের পরে হযরত উস্তাদজী (রহ.) 'সহীহ মুসলিম শরীফের' ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল মুলহিম' থেকে পাঁচ মিনিটের একটি দরস্ দিতেন। সাধারনতঃ উক্ত দরসে খানার আদব, ঘুমের আদব, ইস্তিঞ্জার আদব ইত্যাদির আলোচনা হতো। এখানে একটা আশ্চর্য বিষয় দেখেছি যে, যে সকল আদবের কথা হযরত উস্তাদজী (রহ.) পড়াতেন, সকল সাথীই সেগুলোর উপর আমলের ধারাবাহিকতা চালু রাখতেন। আল্লাহর অনুগ্রহ এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তা'লীমের প্রভাব নিঃসন্দেহে হযরত উস্তাদজী (রহ.) এর ইখলাসের ফসল।

উক্ত দরস্ শেষ হওয়ার পরে সাথীরা সন্ধ্যার আযকার আদায়ের জন্য বসে যেতেন। সকাল বেলার মতোই দৃশ্য ভেসে উঠতো। কেউ খোশ গল্পে, কেউবা চা পানে ব্যস্ত ইত্যাদি।

মাগরিবের নামায ও রাতের খানা

মাগরিবের নামায আদায় করে আমাদের মধ্যেকার

খেদমতের সাথীরা মেহমান খানা থেকে রাতের খাবার নিয়ে আসতেন। খানার মাঝেই কিছু সাথী রেডিওতে খবর শুনতে থাকতেন। তারপর ইশার নামাযের সময় হয়ে গেলে নামায আদায় করে নেওয়া হতো। ইশার নামাযের পরে কোন কোন দিন আধা ঘণ্টা থেকে পৌনে এক ঘণ্টা সবক পড়ানোর জন্য বসে যেতেন। তা-নাহলে সাধারনতঃ ইশার নামাযের পরে দরসগাহ্ এর সংলগ্ন কামরা 'খাওয়াব গাহ্' বা বিশ্রামের রুমে চলে যেতেন।
হযরত উস্তাদজী (রহ.) এর সাধারণ অভ্যাস ছিল যে, তাহাজ্জুদের জন্য রাতের শেষ প্রহরে জাগ্রত হতেন। কিন্তু সকালে অধিকাংশ সাথীরাই অনুভব করতে পারতোনা যে, আমাদের সাথী জাগ্রত রয়েছেন। আল্লাহ্ পাক উস্তাদজী (রহ.) এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং জান্নাতের মধ্যে আমাদেরকে তার সাথে একত্রিত করে দেন। (আমিন)

উক্ত দিনগুলিতে আশরাফ ভাই (আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মুক্তি দান এবং আনন্দিত করুন) উস্তাদজীর (রহ.) মাজমুয়ার উত্তর ওয়াজিরিস্তানের জিম্মাদার ছিলেন। উস্তাদজীর (রহ.) লজ্জা এবং বিনয়ের নিশানা এমন ছিল যে, যখনই আশরাফ ভাই আসতেন, তখনই দরস্ বন্ধ করে দিতেন এবং আশরাফ ভাইয়ের সামনে শুধুমাত্র লজ্জায় কিছুই পড়াতেন না। তিনি যাওয়ার পরে পুনরায় সবক চালু হতো।

অন্যান্য দাওরাহ্ঃ ফিকহে হানাফী ও অন্যান্য সালাফি উলামাদের অনুসারীগণের অংশগ্রহণ।

উক্ত দাওরাতে ফিকহে হানাফীর অনুসারী যেমন ছিলেন তেমনি অন্যান্য সালাফি উলামাদের অনুসারীও ছিলেন। হযরত উস্তাদজী (রহ.) উক্ত দাওরা শেষে দাওরা সম্পর্কিত কিছু বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- আজ পর্যন্ত এটাই প্রথম দাওরাহ্ যেখানে কোন সালাফি সাথী এ অভিযোগ উত্থাপন করেননি যে, উলামায়ে হানাফীর হাওয়ালাহ্ বা দলিল কেন পেশ করা হলো? আর কোন হানাফী সাথীও এমন অভিযোগ করেননি যে, কেন সালাফি উলামাদের দলিল নকল করা হলো?

এখনো কি দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর সময় হয়নি?

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা খুবই জরুরী মনে করছি, হযরত উস্তাদজী (রহ.) এ কথা ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'য়াতের ভিতরের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা-ফিকিরের ব্যক্তি ও উলামায়ে কেরামগণকে আজকে জিহাদের সাথে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই একত্রিত করা সম্ভব। কেননা, শাখা-প্রশাখাগত মাসয়ালার ভিত্তিতে দল/উপদল তো উম্মতের মাঝে হযরতে সাহাবায়ে কেরামগণের যুগ থেকেই চলে আসছে। ফিকহী মাসয়ালার মধ্যে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও সাহাবাদের যুগের থেকে অন্য কোন যুগে কি সীসাঢালা প্রাচীর নির্মিত হয়েছে? মতামত সমূহের এমন মতানৈক্য করা (অত্যন্ত জঘন্য) যে, সঠিক মাসয়ালা বা মতামতের সঠিকতার সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং নিজের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া এবং অন্যকে পথভ্রষ্ট ও আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াহ্ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য এমন তির্যক কথা বলা যেগুলোকে দুশমনেরা হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে ফাফিয়ে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করে। আজতো এ ধরনের মতানৈক্যের চিন্তাই করা যায়না যে, শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য দাওয়াত ও জিহাদের পতাকা উত্তোলনকারীদের বাহিরে যারা রয়েছেন যেমন: 'রিয়াসাতী বায়ানে' 'পয়গামে পাকিস্তান' ইত্যাদি সংগঠনগুলোর উপর কতই না লেখা-লেখি এবং কত প্রকারের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারার উলামায়ে কেরামকে একত্রিত করে দিয়েছে।

হায় আফসোস!

আফসোস! মুজাহিদীনদের মধ্যে কেউ সালাফি হলে মুজাহিদীনদের উপরে আঙ্গুল তোলা হচ্ছে, কেউ যদি দেওবন্দী হয় তাহলে মতানৈক্যের আঙ্গুল সেখানেও দেখা যায়। কোন সংগঠন বা কোন দলের থেকে জিহাদের ময়দানে আসলে তাকে কত প্রকারের গাল-মন্দের শিকার হতে হয়। আজকে যখন দ্বীনের দুশমন আমেরিকা 'প্রণীত' ইসলামের উপর আহলে সুন্নাহ্ এর সকল চিন্তাধারার ব্যক্তিকে একত্রিত করা হচ্ছে, তার মধ্যে বাচাই করা হচ্ছে না যে, কে রাফেজী, কে গামেদী বরং সকলকে একই (শত্রু) মনে করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কারও আঙ্গুল ওঠেনা, কোন প্রতিবাদও হয় না।

অর্থাৎ মাসয়ালা হলো এ বিষয়ের উপরে যে, আহলে হক এবং ভিন্ন চিন্তাধারার লোকেরা যেন 'হকের' উপর একত্রিত হতে না পারে। ভ্রান্ত বা হক্ব নয় এমন দলের উপর একত্রিত হওয়াই স্বাধীনতা। এমনকি এর জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ছাড়ও দেওয়া হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমিন- ইয়া রব্বাল আলামিন।

و اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين و صلى الله على نبينا و قرة اعيننا محمد
وعلى أله و صحبه ومن تبعهم بإحسن إلى يوم الدين–

[চলবে, ইনশা-আল্লাহ্!]



সাদ ইবন রাবিয়া'র শেষ উক্তি

মূল: শাইখ আনওয়ার আল আওলাকি
অনুবাদ: মাওলানা আব্দুস সালাম।

সাদ ইবনে রাবিআ (রা.) আনসারদের মধ্যে অন্যতম নেতা ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কি হয়েছে তা জানতে চেয়েছিলেন। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কে আমাকে সাদ ইবনে রাবিআ (রা.) সম্পর্কে খবর জানাতে পারবে? সে কি বেঁচে আছে না মারা গেছে?" এই কথা শুনে আনসারদের মধ্যে একজন তার খোঁজে বের হলো এবং সে গিয়ে দেখল সাদ (রা.)-এর জীবনের আর কয়েক মুহূর্ত বাকি আছে। এমতাবস্থায় আনসার সাহাবী বললেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে পাঠিয়েছেন যে, তুমি কেমন আছো? তুমি বেঁচে আছো, না মারা গেছো"।

"মনোযোগ দিয়ে শুনুন তিনি কি বলছেন, ইনি হচ্ছেন আনসারদের অন্যতম নেতা। এমন একজন নেতা, যিনি কিনা মারা যাচ্ছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আশ্রয় দেওয়ার জন্য। তিনি বললেন, আমি মৃতদের মধ্যে একজন। আল্লাহর রাসুলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাও যে, "সাদ ইবনে রাবিআ (রা.) আপনাকে জানাচ্ছেন, আল্লাহ আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করুক যেমনটা তিনি অন্য কোন রাসুলকে (আ.) তাঁদের জাতির পক্ষ থেকে করেন নি"। আর তোমরা লোকদের অভিবাদন জানাও এবং বল যে, "সাদ ইবনে রাবিআ (রা.) তোমাদের জানাচ্ছেন, তোমাদের এক চোখ থাকতেও তোমাদের রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন ক্ষতি হলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন না"।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার লোকটিকে সাদ ইবনে রাবিআর (রা.) পরিস্থিতির খোজ নিতে বলেছেন এবং বলে দেন যে, "যদি তুমি তাকে জীবিত পাও তবে আমার সালাম জানাবে"। তাই লোকটি সাদ ইবনে রাবিআর (রা.) কাছে এসে বললেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে সালাম দিয়েছেন"। সাদ (রা.) বলছেন, "আল্লাহ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পুরস্কৃত করুন যেমনটা আপনি অন্য কোন রাসুলদের (আ.) করেননি"। এই কথা গুলো তিনি বলেছেন মারা যাবার পূর্বে এবং তিনি আল্লাহর কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পুরস্কৃত করার জন্য দুআ করছেন, যদিও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্যই তিনি মারা যাচ্ছেন।

এখনকার মুসলিমরা যারা খুবই কঞ্জুস এবং তাঁরা আল্লাহ আযযা-ওয়াযালের জন্য তাদের জানমাল ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক এবং তাদের কোন ক্ষতি হলে তারা মনে করে এটা ইসলামের জন্য হয়েছে। তারা তাদের দুনিয়া রক্ষা করার জন্য তাদের ধর্ম ত্যাগ করতে রাজি হয়ে যায়।

অপরদিকে আনসারদের ভূমিকা ছিল, তাঁদের জীবন ধ্বংস হয়েছে, তাদের ব্যবসা ডুবে যাচ্ছে, তাদের ক্ষেতের পরিচর্যা হচ্ছে না, তাদের পরিবারে তারা দুর্ভোগে আছে, সেজন্য তাদের বাচ্চারা দুর্ভোগে ভুগছিল। অতঃপর, তাদের পুরো জীবনধারা বদলে গিয়েছিল শুধু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলিমদের আশ্রয় দেয়ার কারণে। তাই এখন তিনি বলছেন, "হে আল্লাহ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরষ্কৃত করুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সর্বোত্তম পুরষ্কারটি দিন যেমনটা আপনি অন্য কোন রাসুলদের (আ.) দেননি"।

অতঃপর, তিনি তার লোকদের বলছেন, "তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে কোন ক্ষমা পাবে না, যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন ক্ষতি হয়। যতক্ষণ চোখের পাতা ফেলার জন্য তোমাদের কাছে একটি হলেও চোখ আছে, তোমাদের মধ্যে জীবন আছে ততক্ষণ তোমাদের কোন ক্ষমা থাকবে না, যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে একটি কাঁটা দিয়েও বিদ্ধ করা হয়। তোমরা বেঁচে থাকতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুভব করা যেকোনো ব্যথার জন্য তোমরা দায়ী থাকবে"।

এরাই হচ্ছে আনসার যারা আল্লাহ আযযা-ওয়াযালের দ্বীনকে জয়ী করেছিলেন।

তারপর সাদ (রা.) মারা যান।

গণতান্ত্রিক ইসলাম
একটি মার্কিন বিকল্পব্যবস্থা



মূল: মুহাম্মদ সালেম বিন মোহাম্মদ আল-আমীন আল-মাজলিসী
অনুবাদ: খালেদ সাইফুল্লাহ

সন্ত্রাসবাদ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়াও তদন্তকারীরা আমার সাথে যে বিষয়টি জুড়ে দিয়েছে তা হল গণতন্ত্র। তারা এমন কিছু টেপ জব্দ করে, যার মধ্যে আমি গণতন্ত্র ও তার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তারা সেগুলো শুনে সাথে আরো এমন অনেক বিষয় নিজেরদের পক্ষ থেকে যুক্ত করে দেয়, যা তাকফীর ও মুসলমানদের মাঝে বিবেধ সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত।

আমি মিম্বার থেকে গণতন্ত্রের ব্যাপারে আমার বক্তব্য পরিস্কার ভাবে বলে দিয়েছি। যাদের কাছে দাওয়াতী কাজের গুরুত্ব রয়েছে তারা আলোচনাগুলো রেকর্ডও করেছে- শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু আলেম বুঝতে ভুল করেছে, তারা দুর্বলতা ও অপমানের পথকে বেছে নিয়েছে, অনুসরণ করেছে নম্রতা ও সৌহার্দ্যমূলক আচরণের এবং পতিত হয়েছে ইসলামের শত্রুদের শিরকের গভীরে। তাদের ব্যাপারেই আমার এ সামান্য বক্তব্য, যা আমার পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছে।

এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরছি:
১. আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

'অতঃপর তোমরা যদি কোনো বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রত্যাবর্তণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।'
[সূরা নিসা:৫৯]

এ আয়াতের অর্থ হল, প্রত্যেক বিষয়কে ওহীর প্রতি ফিরিয়ে দেয়া। আর ওহীই হচ্ছে প্রকৃত দলিল। মানুষের মতামতের প্রতি নয়, যা তাদের ক্ষুদ্র মেধা থেকে বেরিয়ে আসে। সুতরাং উলামায়ে কেরামের বক্তব্য দলিল হতে পারে না, বরং তাদের বক্তব্যের জন্যই দলিলের প্রয়োজন। আর অন্ধ অনুকরণ তো একটি নিন্দিত বিষয়ই।

২. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

'অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাওকে সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জান।' [সূরা বাকারা:২২]

وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

'আর নিশ্চয় তাদের একটি সম্প্রদায় জেনেশুনে সত্যকে গোপন করে।' [সূরা বাকারা: ১৪৬]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
'হে ঈমানদারগণ, খেয়ানত করো না আল্লাহর সাথে ও রসূলের সাথে এবং খেয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনে।' -[সূরা আনফাল: ২৭]

এ আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য হল, একজন আলেমের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় এসব ধ্বংসাত্মক বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। যদি এ বিষয়টি অসম্ভবই হতো, তাহলে তা থেকে বারণ করা হতো না। হাইসামী রহ. তার 'মাজমা'-এ উল্লেখ করেন এবং আবু দারদা রাযি. থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

.....إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم
'আমি তোমাদের উপর আলেমের পদস্থলন সবচেয়ে' বেশি ভয় করি।' [আল-হাদিস]

যদিও রেওয়ায়েতটিতে দুর্বলতা রয়েছে; কিন্তু এ রেওয়াতটি আবু দাউদ রহ. মুয়ায রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ সংক্রান্ত একটি বর্ণনা ইমাম তাবরানী রহ. 'আওসাত'-এ এবং খতীব আল-বাগদাদী রহ. 'আত-তারিখ' গ্রন্থে হাসান সূত্রে আবু মুসলিম খাওলানী থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত মুয়ায রা. বলেন,

اتقوا زلة الحكيم
'তোমরা শাসকের পদস্খলনকে ভয় কর।'

৩. চিন্তা ভাবনা করা এবং পরিষ্কার বর্ণনা দেয়া।
গণতন্ত্র সম্পর্কে আলোচকগণের ধারা সমান নয়। তাই আবশ্যক হল তাদের আলোচনার ধারা ভালভাবে লক্ষ্য করা। কারণ, তাদের মধ্যে অনেকে গণতন্ত্রের মূল বিষয় থেকেই বেরিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের ঐ মূলনীতিগুলোকে গ্রহণ করছে না, যার উপর গণতন্ত্রের ভিত্তি। সুতরাং এরাও ভুলের মধ্যে রয়েছে; কারণ এরাও এমন এক বিপদজনক শ্লোগানকে গ্রহণ করছে, যার মাঝে রয়েছে কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যতা, যাকে মুত্তাকী ও আদর্শ ব্যক্তিরা ঘৃণা করে। অথচ তারা তাদের কাছে বিদ্যমান ব্যবস্থার সৌন্দর্যের কথা জানে!

৪. এখানে একটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এক হল গণতন্ত্রের দিকে আহবান করা, অন্যদিকে তার মাঝে বিদ্যমান কল্যাণ দ্বারা উপকার লাভ করা; যদি তার মধ্যে কল্যাণ থেকে থাকে। কেননা তার দিকে আহবান করা হল ভ্রষ্টতার দিকে আহবান করা এবং শরিয়তকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। আর তার মাধ্যমে উপকারিতা লাভ করার বিষয়টি ভিন্ন, যার রয়েছে আলাদা সীমারেখা।

৫. ইসলামী গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক ইসলাম নামে যা পরিচিত, তা মুসলমানদের ইচ্ছায় বানান হয়নি। এটি আমেরিকার তৈরি পরিকল্পিত একটি কুফরি মতবাদ। মার্কিন মতবাদ প্রবর্তকেরাই যার রূপরেখা দাঁড় করিয়েছে। আর এ বিষয়টি প্রকাশিত হয় আফগানযুদ্ধের পর আফগানে অবস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জালমাই খলীল যাদার স্ত্রী শিরলী বেনার্ডের রিপোর্ট থেকে। বর্তমানে সে ইরাকের রাষ্ট্রদূত। রিপোর্টটির নাম 'ডেমোক্রেটিক সিভিল ইসলাম'। যার স্বীকৃতি দিয়েছে সিনেট, কংগ্রেস ও হোয়াইট হাউজ। এটাও প্রকাশিত হয়েছে যে, এটি একটি ধারাবাহিক মনস্তাত্ত্বিক লড়াই, যার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি সেক্রেটারি পল রোলফোভিৎজ, যিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব, একজন কমান্ডো অফিসার ও সিদ্ধান্ত-বাস্তবায়ন কমিটির একজন সদস্য। রবার্ট স্পেন্সারের তত্ত্ব মতে যিনি কোরআনের নৈপুণ্যকে মোকাবেলা করার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। তা এভাবে যে, যারা মডারেট ইসলাম মানতে চায়, তাদের সামনে গণতন্ত্রকে এমনভাবে পেশ করতে হবে, যেন তার উপকারিতার বিষয়টি তাদের বিশ্বাসে পরিণত হয়ে যায় এবং তা সহজেই গ্রহণ করতে পারে। আর তিনি হচ্ছেন গোয়েন্দা সংস্থার একজন সদস্য, জিহাদ বিরোধী যুদ্ধক্ষেত্রের পরিচালক। আসলে তাদের উদ্দেশ্য হল, কুরআনের বিধান ছাড়া ইসলামের নামে অন্য যে কোনো আন্দোলনের উত্থানই হোক, তাতে তাদের কোন আপত্তি নেই।

বুশ তো নিজেই ইসলামের আভ্যন্তরীণ সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানায়; তবে ঐ পদ্ধতিতে নয়, যে পদ্ধতিটি সভ্যতার লড়াইয়ে হান্টিংটন উত্থাপন করেছিল।

আমেরিকাসহ অন্যান্য আরো অনেক জায়গায় ইসলামের বিকল্প খুঁজে বের করার জন্য যে কনফারেন্সগুলো সংগঠিত হয়েছিল, সেদিকে নযর বুলানো যেতে পারে। শেষ কনফারেন্সটি হয়েছিল ২০০৩ সালে ওয়াশিংটনে। যার আলোচ্য বিষয় ছিল, 'ডেমোক্রেসি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন ইসলাম'। তাতে ও অন্যান্য কর্মশালাগুলোতে সেসব রাজনৈতিক ইসলামী দলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতার ঘোষণা করা হয়, যে দলগুলো গণতন্ত্রকে মেনে চলবে। যেখানে শরীয়তের বিধিবিধান ও হদ থাকবে না; বিশেষকরে জিহাদ ও মুমিনদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব থাকবে না।

আর সে ধারাই সফল হয়েছে তুরস্কে, মিশরে, এমনকি ফিলিস্তিনেও। যদিও দলসমূহের অবস্থা কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন। গোপন নথিপত্রগুলোতে এমনটিই পরিলক্ষিত হয়।

আমরা এখানে প্রশ্ন করতে চাই, এধরণের সাফল্যের মাধ্যমে কী অর্জিত হল? তারা কি কুরআনী আইন প্রয়োগ করতে পেরেছে? শরীয়তের হদ কায়েম করতে পেরেছে? কোনো দেশকে স্বাধীন করতে পেরেছে? নাকি শত্রুর চক্রান্ত প্রতিহত করতে পেরেছে? বরং উল্টো এর মাধ্যমে দীনকে দুর্বল করা হচ্ছে, দ্বীন ও ইসলামকে ইসলামের নামেই অপমানিত করা হচ্ছে।

এটাই হল মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের আসল তত্ত্ব কথা। আমরা এ ধারার আদর্শব্যক্তিদের আকর্ষণ লক্ষ্য করতে পেরেছি, তারা মার্কিন রাষ্ট্রদূতদের সাথে এ বিষয়ে সাক্ষাতে কথা বলছে, এমন কি আমাদের দেশেও। তো কথা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। আমি গণতান্ত্রিক ইসলাম সম্পর্কে একটি টেপ রেকর্ডারে আলোচনা করেছি। এখন আমি কারাগারে, কিতাবাদি থেকে অনেক দূরে; তাই মুখস্থ যা ছিল- সংক্ষিপ্তভাবে লিখলাম। প্রশংসা আল্লাহর, অনুগ্রহও আল্লাহর।

৬. এমন কিছু দাঈ’ আছে, গণতন্ত্রের ব্যাপারে যাদের বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে বেশ জটিলতা। এক দিকে তারা বলছে, গণতন্ত্র একটি কুফুরী মতবাদ। হয়ত এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছে এমন গণতন্ত্র, যা বর্তমানে গ্রীসসহ অন্যান্য কাফের রাষ্ট্রে রয়েছে। অপর দিকে তারা বলছে, গণতন্ত্র আসলে ‘দুটি খারাপের মাঝে তুলনামূলক কম খারাপকে গ্রহণ করা’-এ নীতির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ- গণতন্ত্র স্বৈরাচারের চেয়ে ভাল। শেষপর্যন্ত তাদের চূড়ান্ত দাবীটি হল, গণতন্ত্রকে মুসলমানদের জন্য একটি মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। তবে ইসলামের সাথে যে বিষয়গুলো সাংঘর্ষিক তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

যখন জানা গেল যে, গণতন্ত্র একটি কুফুরী মতবাদ, তখন ‘প্রয়োজন’ তাকে জায়েয সাব্যস্ত করতে পারে না। যতক্ষণ আমরা বলব যে, গণতন্ত্র হল দুটি ক্ষতিকর জিনিসের মাঝে তুলনামূলক কম ক্ষতিকর একটি মতবাদ, তখন ওয়াজিব হল শরীয়তের মূলনীতিকে বাকি রাখা এবং তাকেই গ্রহণ করা। আর শরীয়তের মূলনীতির দাবি হল, বাস্তবিকভাবে গণতন্ত্র একটি ক্ষতিকর মতবাদ। অপরদিকে যদি আমরা তার থেকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলোকে প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে গণতন্ত্রের কী’বা বাকি রইল। গণতন্ত্রের মূলনীতিকেও তো ছেড়ে দেয়া হল। আর কোনো বিষয় থেকে যখন তার মূলনীতিকে ছেড়ে দেয়া হয়, তখন তো তার নিজস্ব অবস্থানই বাকি থাকে না। তাহলে কেন গণতন্ত্রের নামে এতো বাড়াবাড়ি? যেখানে গণতন্ত্রই তার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে?

বর্তমান সময়টা হল বিশ্বায়ন ও মুক্তচিন্তার যুগ, যেমনটি তাদের বক্তব্য। তারপরও এ কথা বলতেই হবে যে, কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে নবউদ্ভাবিত বিষয় এবং আধুনিকতার মাঝে কোন কল্যাণ নেই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দিতে চান তার জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত পথই যথেষ্ট।

গণতন্ত্র সম্পর্কিত কিছু বিষয় এখানে তুলে ধারছি:

গণতন্ত্র হল জনগণের উপর জনগণ কর্তৃত্ব বিধি-বিধানের মাধ্যমে শাসন করার নাম। অথচ বিধান এরূপ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা’আলার। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

‘বিধান দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, অন্য কারও ইবাদাত করবে না; এটাই সরল-সঠিক দীন।’ [সূরা ইউসুফ:৪০]

সুতরাং আল্লাহ তা’আলাকে বিধান দাতা না মেনে জনগণকে বিধান দাতা হিসেবে মেনে নেয়া সুস্পষ্ট কুফরি ও নিশ্চিত ভ্রষ্টতা।

গণতন্ত্রের আরেকটি বিষয় হল, এ মতবাদে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত আইনসভা আইন প্রণয়নের অধিকার প্রাপ্ত হয়। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

‘তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?’ [সূরা শূরা:১৯]

যদি তারা বলে, আমরা তো শরিয়ত প্রবর্তন করি না। তাহলে তাদেরকে বলা হবে, গণতন্ত্রের মধ্যে তো প্রত্যেক বিষয়ই মত-বিনিময় ও যাচাই-বাছাইয়ের যোগ্য, এমনকি আল্লাহর আহকামও। তাহলে কীভাবে বলা যায় যে, তারা শরিয়ত প্রবর্তন করে না।

জেনে রাখা দরকার, যে বিষয়টির সামনে আত্মসমর্পণ করা ও যাকে মাথা পেতে মেনে নেয়া উচিৎ, তা হল,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

‘অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা থাকবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।’ [সূরা নিসা:৬৫]

গণতন্ত্র হচ্ছে পুরুষ-মহিলার মাঝে সম অধিকারের প্রবক্তা। অথচ আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ

‘পুরুষ নারীর মত নয়।’ [সূরা আলে ইমরান: ৩৬]

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

‘পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল।’ [সূরা নিসা:৩৪]

فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা (সাক্ষী হবে), তাদের মধ্যে যাদের খুশি তোমরা সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করে নিতে পার।’ [সূরা বাকারা: ২৮৫]

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

‘আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দু’জন নারীর অংশের সমান।’ [সূরা নিসা: ১১]

সহীহ বুখারীতে এসেছে,

لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة

‘সে জাতি কখনো সফল হতে পারবে না, যারা তাদের নেতৃত্বকে ছেড়ে দিয়েছে কোনো নারীর হাতে।’

আর এদিকে গণতন্ত্রে মহিলাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত ধরা হয়।

এমনকি তারা জাহেল-আলেম, পরহেযগার-গোনাহগারের মাঝেও

সমতার শ্লোগান তুলে। অথচ আল্লাহ পাকের ঘোষণা,

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون

'বলে দিন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে।' [সূরা যুমার:৯]

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون

'যে মুমিন সে কি একজন ফাসিকের মত? কোনো দিন বরাবর হতে পারে না।' [সূরা সাজদা:১৮]

গণতন্ত্র সীমাহীন এমন স্বাধীনতা প্রদান করে, যা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমাকেও অতিক্রম করে। গণতন্ত্র ফাসেকী, অবাধ্যতা, এমনকি ধর্মত্যাগ করার অধিকার পর্যন্ত প্রদান করেছে। এ দিকে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই জালেম।' [সূরা বাকারা:২২৯]

গণতন্ত্র হল কাফেরদের মনোনীত একটি মতবাদ। তারা এটি নিয়ে গর্ব করে, শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে, বর্তমানে অন্যদেরকেও এর প্রতি আহবান করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

'এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না।' [সূরা জাসিয়া:১৮]

فاستقيما ولاتتبعان سبيل الذين لايعلمون

'তোমরা অটল-অবিচল থাক, আর অজ্ঞদের অনুসরণ করবে না।' [সূরা ইউনুস: ৮৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক জায়গায় তাদের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন। আদেশ করেছেন তাদের বিপরীত কাজ করতে। মুসনাদ ও সুনানে আবু দাউদে ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

من تشبه بقوم فهو منهم

'যে ব্যক্তি কোনো জাতির অনুকরণ করবে সে তদেরই দলভুক্ত।'
গণতন্ত্রে কোন বিষয় কেবল তখনই বিবেচিত হয় যখন সেটিকে আন্তর্জাতিক কুফরি মহলগুলো স্বীকৃতি দেয় যে, এ বিধানটি মানবতা বিরোধী নয়। অপরদিকে তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক বিভিন্ন হদ যেমন, অবিবাহিত ব্যভিচারীর উপর দুর্রা, বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা, চোরের হাত কাটা ইত্যাদি বিধানগুলোকে পাসবিকতা এবং মানবতা বিরোধী মনে করে।
কাফের রাষ্ট্র ও সংগঠনগুলো ইসলামী দেশগুলোতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ

'নিঃসন্দেহে কাফেররা নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, যাতে করে তারা আল্লাহর পথে বাধাদান করতে পারে।' [সূরা আনফাল:৩৬]

কাফেররা যে বিষয়ের উপর সন্তুষ্ট থাকে তা হল, তাদের ধারাবাহিক মনগড়া নিয়ম-নীতিকে মেনে নেয়া। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবদের কোন ফেরকার কথা মান, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদিগকে কাফের বানিয়ে ছাড়বে।' [সূরা আলে ইমরান: ১০০]
গণতন্ত্রে শূরা ব্যবস্থা নেই। অথচ শূরা ব্যবস্থাই হল শরীয়তের হুকুম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

'এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।' [সূরা আলে ইমরান: ১৫৯]

وأمرهم شورى بينهم

'তাদের মাঝে কাজ সম্পন্ন হয় পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে।' [সূরা শুরা: ৩৮]

এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা করে ফেলেন তখন তাতে কোনো মাশওয়ারা ও ইচ্ছাধিকার চলে না। পক্ষান্তরে গণতন্ত্র তার বিপরীত। কেননা তাতে সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় জনগণের কাছ থেকে ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধিদের মধ্যস্থতায় সরাসরি বা পরোক্ষভাবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর জন্য সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণের ইচ্ছাধিকার নেই।' [সূরা আহযাব: ৩৬]

গণতন্ত্র পরামর্শের ক্ষেত্রে সৎ-অসৎ, আলেম-জাহেল সকলকে সমান অধিকার প্রদান করে। এতেই বুঝা যায় গণতন্ত্র ও ইসলামী শুরার মাঝে কত পার্থক্য!

গণতন্ত্র হল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। ওহে মুমিন ভাই, আপনি জানেন, কোনো আলেমেরও ক্ষমতা নেই যে, তাদের সিদ্ধান্তের বিপরীত কিছু করবে; বরং নষ্টই করবে। কেননা অধিকাংশ মানুষই বে-ঈমান, অকৃতজ্ঞ, অবুঝ, ফাসেক, রহমত থেকে বঞ্চিত। অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। তারা কেবলই মুশরিক। সুতরাং যখন তাদের কাছে সিদ্ধান্তের চাবিকাঠি দিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করবে। কিতাবুল্লাহে বিষয়টি পরিষ্কার বর্ণিত হয়েছে,

ولكن أكثر الناس لا يعلمون

'কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।'

তারা গণতন্ত্র থেকে উপকৃত হওয়ার প্রয়োজনকে সামনে রেখে

তার দিকে আহবান করাকে নির্দোষ ঘোষণা করে। অথচ আমাদের নিকট এমন একটি পথ ও পন্থা আছে, যা প্রত্যেক ভাল কাজের প্রতি ইঙ্গিত করে দিয়েছে এবং সকল প্রকার মন্দ কাজ থেকে সতর্ক করে দিয়েছে। সহিহ মুসলিমে রয়েছে, হযরত সালমান ফারসী রাযি. খেরোআত তথা-মলত্যাগ করা জনিত হাদিসটি আলোচনা করলে এক ইহুদী তাকে বলেছিল, "তোমাদের নবী তোমাদেরকে সব কিছু শিখিয়েছেন, এমনকি শৌচকর্মও! তিনি বলেছিলেন, অবশ্যই।'

সুতরাং গণতন্ত্রের যেসব বিষয় ইসলামের সাথে মিল রাখে তা গ্রহণ করার আগে ইসলামকে কেন গ্রহণ করতে পরি না? ইসলামের সাথে যেসব বিষয়ে বৈপরীত্য নেই তা নিয়ে আলোচনার পূর্বে কেন ইসলামকে যথেষ্ট মনে করতে পারি না? আল্লাহ শপথ! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার বাস্তবতা প্রকাশিত হতে চলেছে, তিনি বলেছেন,

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟

'তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি নীতিকে বিঘাত বিঘাত ইঞ্চি ইঞ্চি অনুসরণ করবে। এমনকি তারা গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করলে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়াহুদী-নাসারাদের কথা বলছেন? তিনি বললেন, তবে আর করা?' [বুখারী-মুসলিম]

আর এবিষয়টি আবু সাঈদ, আবু হুরায়রা, আবু ওয়াকিদ আল-লাইসীসহ আরো অনেক রাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

গণতন্ত্রের দিশারীরা বলে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উন্নতি হয়, জনগণের অনেক সুযোগ সুবিধা লাভ হয়। তারা এই দিকে লক্ষ করেই মানুষদেরকে তার দিকে আহবান করে। তারা শরিয়ত বাস্তবায়নের জন্য আহবান করে না। হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا

'তোমরা আমলের প্রতি মনোনিবেশ কর এমন ফেতনা আসার পূর্বে, যা অন্ধকার রাত্রির ন্যায়। যার ফলে ব্যক্তি সকাল অতিবাহিত করবে মুমিন অবস্থায়, আর সন্ধ্যা অতিক্রম করবে কাফের অবস্থায়। এমনিভাবে সন্ধ্যা অতিবাহিত করবে মুমিন অবস্থায় আর সকাল করবে কাফের অবস্থায়। সে তার দ্বীনকে দুনিয়ার স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দেবে।' [সহিহ মুসলিম]

ইসলামী গণতন্ত্র বলে আমরা ইসলামিক সাম্যবাদ ও ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলি। আর যারা বলে যে ইসলামি গণতন্ত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য হুকুমত সাব্যস্ত করে না, অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করে না, সকলের সমান অধিকারের কথাও বলে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে তাদেরকে বলা হবে যে, এটার পর তো ইহুদী ইসলামও দাবি করে বসবেন, যেখানে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করবে না বরং তাঁকে বিশ্বাস করবে। ওজাইরকে আল্লাহর পুত্র বলবে না, আল্লাহর হাত বাঁধা এ কথাও বলবে না। এমনিভাবে ইয়াহুদীদের থেকে ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়গুলোই গ্রহণ করা হবে।

তাই গণতন্ত্রের দিকে আহ্বানের চেষ্টা চালানোর পরিবর্তে আবশ্যক হল, এ সমস্ত মেহনতকে আল্লাহ তা'আলার আইন-কানুন ও তার শরিয়ত প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করা। তার মাঝেই রয়েছে দুনিয়ার শান্তি ও সুখময় জীবন, আর পরকালীন চিরস্থায়ী সফলতা। এই উম্মাহর পরবর্তীরা সংশোধন হবে না যতক্ষণ না পূর্ববর্তীরা যে পথে সংশোধন হয়েছে তা গ্রহণ না করে। সুতরাং সংশোধনের পথ সুস্পষ্টভাবে ওহীর মাঝেই রয়েছে। কোন আধুনিক বা আদি গণতন্ত্রে নেই।

প্রিয় পাঠক, জেনে রাখবেন যে, স্বদেশকে ভালোবাসা আমাদের নিকট ধর্মের চেয়ে প্রিয় হওয়া উচিত নয়। বরং স্বদেশকে ভালোবাসার দাবি হল, তাতে আল্লাহ তা'আলার দ্বীন কায়েমের ভালবাসা থাকা। প্রত্যেক দেশে দীন ও দীন প্রতিষ্ঠার ভালোবাসা থাকা এটাই মূল। তাই যে ব্যক্তি তার স্বদেশে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করে সে ব্যক্তি স্বদেশ প্রেমের দাবির ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি উপযুক্ত, যে এ ধরনের চেষ্টা করে না। এর মাধ্যমেই ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়ে, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধন তৈরি হয়, মানুষ আলোকিত পথের সন্ধান পায়, শান্তি ও নিরাপত্তার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ

'আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেজগারি অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানি ও পার্থিব নেয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। [সূরা আরাফ: ৯৬]

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ

'যদি তারা তওরাত, ইঞ্জিল এবং যা প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, পুরোপুরি পালন করত, তবে তারা উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে ভক্ষণ করত। তাদের কিছুসংখ্যক লোক সৎপথের অনুগামী এবং অনেকেই মন্দ কাজ করে যাচ্ছে। [সূরা মায়েদা: ৬৫-৬৬]

وفقنا الله لما يحبه ويرضاه والحمد لله

লেখক
আল্লাহর অধম গোলাম
মুহাম্মাদ সালেম বিন মুহাম্মাদ আল আমিন আল-মাজলিসী
বেসামরিক কারাগার, নৌয়াকচট, মৌরিতানিয়া
فك الله أسره وجميع إخوانه
২০/০৯/২০০৬ ঈ.

প্রথম আলো-ডেইলি স্টার আপনাকে শেখাবে ক্ষমতাসীন আর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দৃষ্টিতে বর্তমানকে দেখতে। বিবিসি, সিএনএন, ভয়েস অফ অ্যামেরিকা আপনাকে শেখাবে পশ্চিমা কাফিরদের দৃষ্টিতে বর্তমানকে বিচার করতে। আর আমরা আপনাকে জানাব আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপট আর সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান। তাই আমাদের সাথেই থাকুন, ইসলামের দৃষ্টিতে বাস্তবতাকে দেখতে নিয়মিত ভিজিট করুন।

https://dawahilallah.com/
https://alfirdaws.org/
http://gazwah.net/

আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেল
সার্চ করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন

Ummah Network

Ummah News

Voice of Islam

IBADAH